জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কর্মী ছাঁটাই

সরকার বদলাতেই কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই হল দুর্গাপুরের বিভিন্ন কারখানায়। চক্রান্ত করে বেছে বেছে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আইএনটিটিইউসি-র সদস্যদের

লাল সতর্কতা

উত্তরবঙ্গে চলছে বৃষ্টি। জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই। নিম্নচাপ পূর্ব মধ্যপ্রদেশে সরে গিয়েছে। বেলা বাড়লে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে

মিড-ডে মিলের দায়িত্বে ইসকন নবান্নের হলফনামা চাইল কোর্ট

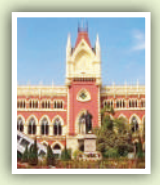

বদ্রীনাথের অনুদান চুরি সাসপেন্ড কমিটির সচিব

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩৮ ● ৯ জুলাই, ২০২৬ ● ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 38 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 9 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অমান্য আদালতের নির্দেশ ■ দর্শক পুলিশ ■ আহত বহু

প্রতিবাদী মিছিলে হামলা বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর

গলায় গেরুয়া উত্তরীয়তে গুন্ডামি। এরাই নাকি বিজেপির ভবিষ্যৎ! তৃণমূল ছাত্র-যুবর মিছিলে ঠিক এভাবেই ওরা পুলিশের সামনে হামলা করেছে, মারধর করেছে। বুধবার।

ধিক্কার বিজেপি, কোর্টে গিয়ে বিচার চাইব : নেত্রী

শ্রেয়া বসু

বিজেপির ন্যক্করজনক হামলা। তৃণমূল ছাত্র-যুবরা কোর্টের নির্দেশে মিছিল করছিল, ভাড়াটে গুন্ডাদের নিয়ে তাদের উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি। ধিক্কার জানাই বিজেপি ও বিজেপির দলদাস পুলিশকে। বুধবার তৃণমূলের প্রতিবাদী মিছিলে বিজেপির গুন্ডামির প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানান, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই। আদালত অবমাননা হয়েছে। আমরা তাই এর বিরুদ্ধে কোর্ট যাব।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা পর্যন্ত তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের মিছিলে বহু কর্মী-সমর্থক আক্রান্ত। মিছিল শেষে আক্রান্তদের দেখতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তায় নেমে নেত্রী বলেন, হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে মিছিল শুরু হয়েছিল। (এরপর ১০ পাতায়)

কালো দিন, দাঁড়িয়ে দেখল পুলিশ ৪১ জন হাসপাতালে, গ্রেফতার শূন্য

মণীশ কীর্তনিয়া

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন। নির্লজ্জ-বেহায়া বিজেপির দলদাস পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে তাদের চোখের সামনে তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালাল বিজেপির গুন্ডারা। হাইকোর্টের গাইডলাইন মেনে বুধবার দুপুরে ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে ও বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল শুরু করেছিলেন ছাত্র-যুবরা। যোগ দেওয়ার কথা ছিল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু শুরু থেকেই সেই মিছিল যাতে না-করতে পারে তার জন্য সবরকম ভাবে হামলা চালানো হয়। ছোঁড়া হয় ডিমও। প্রথমে মিছিল শুরুর মুখে বিজেপির গুন্ডারা বাইক নিয়ে এলাকায় ভিড় করে। পুলিশ রুট ক্লিয়ারের কোনও ব্যবস্থাই করেনি। এরপর মিছিল এগোতে থাকলে শুরু হয় হামলা। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরী বাইকে দুই সতীর্থকে নিয়ে এগোতে থাকলে পুলিশের সামনেই বাইক থেকে নামিয়ে তাদের মাঝরাস্তায় বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলা চালানো হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী ও তাঁর সতীর্থদের ওপরও। এরপর হাজরা রোডের ওপর কার্যত সকলের (এরপর ১০ পাতায়)

উপাসনার বাইক। ফেলে মারার আগের দৃশ্য।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হয় না

সমস্যার জটিলতাই
যত সমস্যা
ঝামেলার কুটিলতা
নেই ভরসা।
সমাধান সূত্র
এল, গেল,
অষ্টটা গরমিল
মিলল না।
জীবন তৃষ্ণা
চোখের জলে মেটে না
ক্ষুধিত পাষাণ
গরমেও গলে না।
তৃষ্ণার্ত হৃদয়
সেতারে বাজে না
মধুরোগ মধুরাগেও
হয় না ভজনা।

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ইডি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছে

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক কারণেই দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ইডি। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ধিক্কার জানিয়ে তৃণমূলের স্পষ্ট বক্তব্য, বিরোধী রাজনৈতিক দলকে টার্গেট করে তদন্তকারী সংস্থাকে ভুল পথে পরিচালিত করা বিজেপির হলমার্কে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা বা পদক্ষেপ গণতন্ত্রের ওপর চরম আঘাত নামিয়ে আনে। এটাই বিজেপির চিরায়ত প্র্যাকটিস। উল্লেখ্য, বুধবার দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের কথা (এরপর ৭ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

9 July, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৮ সঞ্জীবকুমার (১৯৩৮-১৯৮৫) গুজরাতের সুরাতে এদিন জন্ম নেন। আসল নাম হরিহর জেঠালাল জড়িওয়ালা। 'দস্তক' হোক বা 'কোশিশ'— ছবি দুটোর নামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে যে নামটা, বলিউডে তিনি ঝড় তুললেন ষাট-সত্তরের দশকে। নায়কোচিত চেহারা। সব ছবিতে নায়ক হয়ে না উঠলেও শান দেওয়া ব্যক্তিত্ব ও রূপে বিশেষ করে অনুরাগিণীদের মনে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছিলেন। কেরিয়ারের মূল ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ভুলে গেলে চলে না 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা আউর রাঙ্ক', 'আপ কি কসম', 'ত্রিশূল', 'রাম তেরে কিতনে নাম'-সহ নানা ছবির কথা। কেবল হিন্দি নয়, তামিল থেকে হিন্দিতে ডাবিং হওয়া

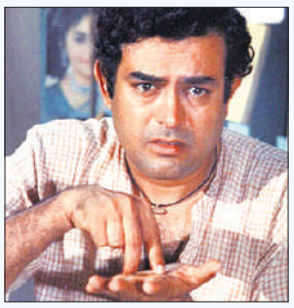

নানা ছবিতেও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সঞ্জীব। 'খিলোনা', 'ইয়ে হ্যায় জিন্দেগি' এ-সবেরই প্রমাণ। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'অর্জুন পণ্ডিত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কারও লাভ করেন। 'শোলে' ছবিতে 'ঠাকুর বলদেও সিংহ'-এর চরিত্রে সঞ্জীব কুমারের অভিনয় কে-ই বা ভুলতে পারে! তবে কেবল সিরিয়াস ছবিতেই নয়, কমেডি ছবিতেও সঞ্জীব কুমারের অভিনয় অনবদ্য।

২০১৭ সুমিতা সান্যাল (১৯৪৫-২০১৭) এদিন পরলোক গমন করেন। বাবা গিরিজা গোলকুন্ডা সান্যাল মেয়ের নাম রেখেছিলেন মঞ্জুলা। পরিচালক বিভূতি লাহার পরিচালনায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ অভিনয় করতে যাওয়ার পর তিনি মঞ্জুলার নাম বদলে রাখেন সুচরিতা। পরে সেই নাম বদলে সুমিতা দেন পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়। প্রায় ৪০টির বেশি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সুমিতা। দিলীপ কুমারের বিপরীতে 'সাগিনা মাহাতো' অথবা 'আনন্দ'-এ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে জুটি বেঁধে সুমিতার অভিনয় দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল। 'আশীর্বাদ', 'গুড্ডি', 'মেরে আপনে'র মতো হিন্দি ছবি এবং 'নায়ক' 'দিনান্তের আলো', 'সুরের আগুন', 'কুহেলী', 'কাল তুমি আলেয়া'-সহ প্রচুর বাংলা ছবিতে তাঁর অভিনয় মনে রাখার মতো।

১৮১৬ তুকামানের কংগ্রেস স্পেনের কবল থেকে আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১৫৪০ ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির সঙ্গে অ্যানে অভ ক্লিভসের বিয়েটা ভেঙে গেল। অ্যানে অষ্টম হেনরির চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন।

১৮৭৭ উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হল। ক্রীড়া সময়সূচি অনুসারে এটি বছরের ৩য় গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস প্রতিযোগিতা যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ টেনিস প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচ্য। এটিই বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো টেনিস প্রতিযোগিতা।

১৯২৫ গুরু দত্ত (১৯২৫-১৯৬৪) জন্ম নেন। পাঁচের দশকে পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার এবং অভিনেতা। ভারতীয় ছবির এমন এক ট্র্যাজেডি, জীবন যাঁকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছিল। জীবনের সেইসব যন্ত্রণা সেঁচেই বোধহয় তৈরি করেছিলেন 'কাগজ কে ফুল', যে ছবি তাঁর এপিটাফ হয়ে রয়ে গেল। আসল নাম বসন্তকুমার শিবশঙ্কর পাড়ুকোন, শৈশবের এক দুর্ঘটনার পরেই সকলের কাছে গুরু দত্ত নামে ফেরত আসেন।

১৭৬২ ক্যাথরিন দ্য গ্রেট রাশিয়ার সিংহাসনে বসলেন। তৃতীয় পিটারকে সরিয়ে তিনি রুশ সম্রাজ্ঞী হন। রাশিয়ার সীমান্ত বিস্তারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

২০১১ সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ সুদান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৮ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৮৫	৯৩.৬০
ইউরো	১০৯.২৯	১০৬.৭৫
পাউন্ড	১২৮.০৭	১২৫.১৫

নজরকাড়া ইনস্টা

মেসি

জাহ্নবী কাপুর

বিজেপির নির্লজ্জ হামলা

তৃণমূল ছাত্র-যুবর প্রতিবাদ মিছিলে ঠিক এভাবেই ওরা পুলিশের সামনে হামলা করেছে, মারধর করেছে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৫৮

পাশাপাশি : ১. বাঁকা, বক্র ৩. সাদাকালো মাছরাঙাবিশেষ ৫. আটক, অবরুদ্ধ ৬. অপাঙ্গ ৮. রকমের, ধরনের ১০. নাছোড়বান্দা ১১. দীর্ঘ, লম্বাটে ১৩. তপস্যা ১৫. নির্লোভ সন্ন্যাসী ১৮. আস্তানা, ঘাঁটি ১৯. বশিষ্ঠের কামধেনু ২০. দুটি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া।

উপর-নিচ : ১. ঘটেনি এমন ২. বেতন ৩. গোপন কৌশল ৪. ভবিষ্যতে, পরবর্তী সময়ে ৫. বাঙালি কায়স্থদের শ্রেণিবিশেষ ৭. নট ৯. কান্না, রোদন ১২. পাওনা ১৪. অন্যের স্ত্রী ১৬. যুক্ত, সমন্বিত ১৭. আহার, ভোজন ১৮. বাসনকোসন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৫৭ : পাশাপাশি : ২. কুরর ৪. ভাঁওতা ৬. ফাঁড়া ৭. পরিমার্জন ৮. নোদন ১০. গলিজ ১২. মনোবিচ্ছেদ ১৩. খন্দ ১৪. রকম ১৬. সাধুতা। **উপর-নিচ :** ১. রাও ২. কুসুমাঞ্জলি ৩. রতন ৪. ভাঁড়ানো ৫. তাপন ৯. দগ্ধবিধাতা ১০. গদর ১১. জখম ১২. মইসা ১৫. কল্য।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21

City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

9 July, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৯ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

প্রতিবাদ মিছিলে বিজেপির হামলা • গর্জে উঠলেন নেত্রী

অভিষেকের মন্তব্যে সিআইডি বিজেপির ডিজেতে কেন ছাড়

প্রতিবেদন : বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ খুন-কাণ্ডের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিলে বিজেপির গুন্ডামি। বুধবার নারী নিরাপত্তায় ব্যর্থ সরকারের অসভ্যতার সাক্ষী থাকলেন গোটা শহরবাসী। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মিছিলে তাণ্ডব চালাল বিজেপির গুন্ডারা। শুধু তাই নয়, এই মিছিলকে রুখতে নানারকম চেষ্টা চালিয়ে গেল। সকাল ছ'টা থেকে ডিজে বাজিয়ে পরিবেশ নষ্ট করা হল। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সামাজমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দলদাস পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নেত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের প্রচারে ডিজে বাজানোর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন বলে তাঁকে বারে বারে সিআইডি ডাকছে। হেনস্থা করা হচ্ছে। তা হলে আজ কালীঘাট থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত বিজেপির দুষ্কৃতীরা যে ডিজে বাজাল তার অনুমতি পুলিশ দিল কী করে? কোনও ব্যবস্থা কেন নেওয়া হল না? প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা-প্রসঙ্গ তুলে নেত্রী বলেন, আপনাদের অনুরোধ একপক্ষ না থেকে নিরপেক্ষ থাকুন। পুলিশ যদি দলদাস হয় তাহলে সমাজ সুস্থ থাকবে না। হকার, বেকার, মহিলা, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত আপনারা বাঁচান। কলকাতাকে বাঁচান।

ছবিগুলি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চৌধুরী

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 July, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওরা ভয় পেয়েছে

বুধবার কলকাতার বুকে ছাত্র-যুবদের মিছিল ঘিরে যে গুন্ডামি হল তা অতীতের সব ইতিহাস ভেঙেচুরে দিয়েছে। আদালতের নির্দেশে একটি মিছিল। সেই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে বিজেপি তার গুন্ডাবাহিনী নামিয়েছিল। শুধু গুন্ডাবাহিনীর উপরেই ভরসা রাখতে পারেনি বিজেপি। তাই রাস্তায়-রাস্তায় তৃতীয় লিঙ্গদেরও নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মারধর করার জন্য। ক্যামেরায় প্রত্যেকটা দৃশ্য দেখা গিয়েছে। এরপর অন্তত সরকার বলতে পারবে না মিথ্যাচার চলছে। একটা উপাসনা, একটা প্রিয়াঙ্কা, একটা দেবারতি, একটা নয়নিকা। এরকম কয়েকটি মেয়েকে সামলাতে না পেরে দুর্যোধন, দুঃশাসনের মতো আচরণ করল কিছু আধদামড়া কাপুরুষ জানোয়ার। তাদের বীরত্ব উপভোগ করল পুলিশ আর বাহিনী। বাইক থেকে টেনে নামিয়ে কিল-চড়-ঘুসি-লাথি মারা হল। তবু ওদের দমানো যায়নি। বালিশচাটারা দেখুক, রাজ্যের মানুষ বুঝুন বিরোধীপক্ষ আসলে কারা। কাদের ভয়। মুখোশটা খুলে গিয়েছে। একদিকে যেমন এই অকুতোভয় ছাত্রছাত্রীদের লড়াইকে স্যালুট জানাতে হয় তেমনি উল্টোদিকে বলতে হয়, কাপুরুষেরা তাদের জাত চিনিয়ে দিয়েছে। এভাবে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না, যাবেও না। বুধবারের ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আরও আত্মশক্তি জাগিয়ে দিল। লড়াই হবে। চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে। ফলাফলটা না হয় কয়েক বছর পরে বোঝা যাবে।

e-mail থেকে চিঠি

পাওয়া যাবে উত্তর?

■ মধ্যরাতে প্রভাসের এনকাউন্টার। পুলিশের অতিসক্রিয়তায় যেসব প্রশ্ন উঠছে দেখে নেওয়া যাক এক ঝলকে :

১. পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী অপরাধের ঘটনার পুনর্নির্মাণ বা ঘটনার বিবরণ যাচাইয়ের জন্য পুলিশ প্রভাসকে রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অস্বাভাবিক সময়! অন্ধকারে কীভাবে এই পুনর্নির্মাণ সম্ভব! তাছাড়া এই ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করা হয়; পুলিশ কি কোনো ভিডিওগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়েছিল?

২. বর্তমান পরিস্থিতিতে তথাকথিত 'পুনর্নির্মাণ'-এর সময় পুলিশ কাউন্সিলরদেরও দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। যেহেতু এটি একটি হাই-প্রোফাইল বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং অভিযুক্তকে দেখতে পেলে জনরোষের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তাঁকে হাতকড়া পরানো, দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা জরুরি ছিল। এসব কি করা হয়েছিল? যদি না হয়ে থাকে, তবে কেন নয়? তাঁকে কেন হাতকড়া পরানো হয়নি? আর যদি হাতকড়া পরানোই থাকত, তবে সে কীভাবে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাতে পারল?

৩. এছাড়া পুলিশ আধিকারিকরা সাধারণত তাঁদের বন্দুক বা রিভলবার ল্যানইয়ার্ড দিয়ে আটকে রাখেন। ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশ কর্মকর্তারা কি সেটা করেছিলেন?

৪. পাশাপাশি এটাও দেখা প্রয়োজন যে গুলির প্রবেশপথ (entry wound) ও নির্গমনপথ (exit wound) কোথায়? পিস্তল ছিনিয়ে নেওয়ার পর অভিযুক্ত কত রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল? পুলিশ কত রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল? পুলিশ কি পায়ে গুলি করেছিল? নাকি তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল?

৫. যেহেতু সময়টা ছিল মধ্যরাতের পর, তাই অন্ধকার ছিল। অন্ধকারে পুলিশ কীভাবে একজন পলাতক (অভিযোগ অনুযায়ী) অভিযুক্তকে দেখতে পেল!

৬. যেহেতু এটি একটি হাই-প্রোফাইল মামলা— যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী থানায় গিয়েছিলেন তাই নিশ্চয়ই নিচের স্তরের কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই এর ঝুঁকি বা বিপদ সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন। তাহলে তাঁরা কেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলেন না? —**শ্রেয়া বসু, পাটুলি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অপরাধীর এনকাউন্টার নয় চাই স্বচ্ছ নিরপেক্ষ বিচার

● অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলেই হবে না সেটাকে হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বড় কর্তারা বলছেন, একেবারে ইলিন মাস্কের কেতায়। **আমরাও বুঝে ফেলেছি, বিজেপি আসলে কী বার্তা দিতে চাইছে!** আমরাও তবে বলি, আর কোর্ট-কাছারির দরকার নেই। প্রয়োজন নেই উকিল-মোক্তারের। অভিযোগ উঠলেই কাউকে দোষী খাড়া করে, করা হোক এনকাউন্টার। **ডিম ছোঁড়া, বৃহন্নলা বাহিনী নামিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের কণ্ঠ চেপে দেওয়া, বেধড়ক পিটুনি, এসব চলতে থাকুক অবাধে।** মধ্যযুগের বর্বরতা যখন ঢেকে ফেলতে চাইছে আকাশ, হরণ করতে চাইছে জীবনের গৌরবের রূপ, তখন আসুন, জোট বাঁধি, তুলি আওয়াজ। **আমরা আইনের শাসন চাই, শাসকের আইন চাই না।** লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

ক্রন্দনরত অর্ধেক আকাশে ভোরের সুবাতাস দিকে দিকে ছড়িয়ে দিল শান্তির হিমধারা। পশুচিকিৎসক তরুণীর দগ্ধদেহ থেকে তখনও যেন ধিকিধিকি জ্বলছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্ষোভের আগুন। সময় ভোর তিনটে, তেলঙ্গানা পুলিশের বিশাল কনভয় তরুণীকে ধর্ষণ করে ও পুড়িয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্তদের নিয়ে উপস্থিত হল অকুস্থলে ঘটনার পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে। অভিযোগ, ওই সময়ে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পুলিশের উপরে গুলি ছুঁড়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশের পাল্টা এনকাউন্টারে নিহত হয় অভিযুক্ত চার খুনি-ধর্ষক।

ওই রাতে শামশাবাদের টোল প্লাজায় পুলিশি নিরাপত্তার ঢিলেঢালা ও ঔদাসীন্যের চিত্রটা যখন প্রতীয়মান হয়েছিল, তখন তা জনমানসে পুলিশের প্রতি বিস্তর ক্ষোভের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। সেই ক্ষোভকে আনন্দে বদলে দিতে অস্ত্র হয়েছিল এনকাউন্টার। আজকের নয়, এই ঘটনা ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসের।

মিল পাচ্ছেন না, সদ্য ঘটে যাওয়া বারুইপুর কাণ্ডের সঙ্গে? পাবেনই তো! কারা যেন বলত, আমার মাটি, আমার দেশ, আমার মা, ইউপি বিহার হবে না!

তাঁদের আজ স্পষ্ট বলি, বুকভরা বেদনা নিয়ে বলি, আমাদের রাজ্য বিগত দু-মাসে ইউপি-বিহার হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি শুধু গুজরাত হতে! হেফাজতে থাকাকালীন এক অভিযুক্ত নাকি পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাচ্ছে পুলিশের দিকেই। পুলিশের বক্তব্য খুবই সরল, আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই রয়েছে— পুলিশেরও। অতএব পাল্টা ওই অভিযুক্তকে নিশানা, নিমেষে লাশ ওই বন্দি।

নয়া গেরুয়াধীন পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরের শিশুকন্যা নির্যাতন ও খুনের ঘটনার নির্যাস এখন এমনটাই। এনকাউন্টারে নিহিত প্রভাস মণ্ডল অভিযুক্ত, কিন্তু একমাত্র দোষী কি না, তদন্তের মাধ্যমে তা সামনে আনতে হত পুলিশকে। সে বলে দিতে পারত আর কারা জড়িত ছিল ওই শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায়। তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারতাম, ওই ধর্ষকদের রাজনৈতিক পরিচয়, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি। তার পরিবর্তে যেটা হল সেটা এনকাউন্টার। আত্মপক্ষ সমর্থনে পুলিশের তরফে বাঁচার অধিকারের কথা তুলে ধরা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে হেফাজতে থাকাকালীন ওই বন্দি কী ভাবে পুলিশের বন্দুকের নাগাল পেল? তার দায় কার? সে-সব উত্তর অধরাই থেকে যাবে চিরকাল।

বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতার অজুহাতে বিচারহীন ভাবেই সমাজমাধ্যমে খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে যদি এনকাউন্টারের নিদান

দেওয়া হয়, তাতে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, থাকে না ন্যায়বিচারের গরিমা। বিচারের বাণী সেক্ষেত্রে সত্যিই নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। যেমনটা সম্ভবত হল বারুইপুরের ঘটনায়।

আচ্ছা! বারুইপুরের ধর্ষণ, খুন, এনকাউন্টার, ছাত্র-যুবর প্রতিবাদ মিছিলে তাণ্ডব, সব মিলিয়ে অবস্থাটা কী দাঁড়াল? কোথায় পৌঁছোল?

সত্যি বলব! তেমন কিছু না, ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা চলছে তো এখন। তাই যখন বিরোধীদের উপর ডিম ছোঁড়া হয়, ইট ছোঁড়া হয়, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঁড়িয়ে দেখে। যখন দিনের আলোয় স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধীদের কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হয়, তখন পুলিশই সেই কাজ করে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায়। ন্যায়বিচার। যখন কালীঘাটে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আহূত মিছিলের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ফেলে পেটানো হয়, পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আর যখন একের পর এক নারীনির্যাতনের ঘটনা সামনে আসে, তখন পুলিশের টিকি দেখা যায় না। যখন সোদপুরে প্রকাশ্যে এক নারীকে ছুরি মারা হয় আর সেই দৃশ্যের ভিডিও রেকর্ডিং ভাইরাল হয়ে যায়, তখন পুলিশ কোথায় নিদ্রামগ্ন কেউ জানে না! বারুইপুরে যখন মেয়েটি খুন হয়ে গিয়েছিল, তখন এই ক'দিন পুলিশ কোথায় ছিল, কেউ জানে না! স্থানীয় লোকেরা সিসিটিভি দেখে সম্ভাব্য অপরাধীদের চিহ্নিত করেন, ধরেন, গণবিক্ষোভ শুরু হয়। প্রকাশ্যে এক অভিযুক্তকে দেখা যায় বেশ কিছু নাম ফাঁস করে দিচ্ছেন।

যেই না এইসব বেফাঁস কথা, তারপরই পুলিশ ন্যায়বিচার দিতে উঠে-পড়ে লাগে। দিনের বেলা যারা কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে, তারা ক্রাইম সিনে রাত একটায় নিয়ে যায়, যিনি সব ফাঁস করে দিচ্ছিলেন, তাঁকে। ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশানের কোনও ভিডিও এখনও দেখা যায়নি।

অথচ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১৮০ নং ধারায় গোটা ঘটনা, পুনর্নির্মাণের খুঁটিনাটি ভিডিওগ্রাফি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেই ভিডিয়ো করা হয়েছে কি না, কেউ জানে না।

এর পরও মানবাধিকার কর্মীরা এই তথাকথিত 'এনকাউন্টার'-এর বিরুদ্ধে মিছিল করতে গেলে তাঁদের নানা জায়গায় আটকানো হচ্ছে। ন্যায়বিচারের মৃতদেহের উপর সুগন্ধী ছড়িয়ে কতদিন আর শব পচা গন্ধ আটকে রাখা যায়?

কোনও গণবিচার চাই না। কোনও খাপ পঞ্চায়েত চাই না। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তি চাই। যারা খুন-ধর্ষণ করেছে এবং যারা বেআইনি হত্যায় জড়িত, সকলের। অপরাজিতা বিল বৈধ আইন হয়ে উঠুক, এটাই চাই। আপত্তি আছে শুভেন্দু-সুকান্ত-শমীক-দিলীপদের? কেন সেই আপত্তি, কেস দেওয়ার আগে একটু খুলে বলবেন। প্লিজ।

তাহলেই ঝুলি হইতে বিড়াল বিনির্গত হইবে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল ছাত্র-যুবদের মিছিলে হামলা বিজেপির লুম্পেন বাহিনীর

ছবিগুলি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চৌধুরী

বিজেপির হামলায় আক্রান্ত হাসপাতালে ৪১ জন তৃণমূল কর্মী

প্রতিবেদন : মাত্র ২ মাসেই বিজেপির শাসনে লাগাতার ধর্ষণ-খুন, আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের মিছিলে বিজেপির ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীর নির্মম হামলা। বালিগঞ্জ থেকে হাজরা মোড়ের পথে, জায়গায় জায়গায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচার, মারধর। নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনেই তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের উপর এলোপাথাড়ি মারধর বিজেপির গেরুয়া পতাকাধারী লুম্পেন বাহিনীর। আক্রান্ত ২৫-৩০ জন তৃণমূল কর্মী। অনেকের মাথায় রক্তের স্রোত। অনেকে অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়েছেন রাস্তায়। হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও পুলিশকে ঢাল করে বিজেপির এই বেলাগাম গুন্ডামিতে জখম তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। বিকেলে ফেসবুকে দলীয় কর্মী-সমর্থক ও জনসাধারণের উদ্দেশে বার্তায় বিজেপির এই গুন্ডামির তীব্র নিন্দা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, সারা রাস্তা জুড়ে মেয়েদের সারা শরীরে মেরেছে, লাঠি দিয়ে, রড দিয়ে। আমি ৪১ জনকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। তাও পুলিশ রাস্তায় ব্যারিকেড করে রেখেছে, যাতে গাড়িগুলো যেতে না পারে! হাসপাতালে তাঁরা গিয়েছে, কিন্তু আমি জানি না আদৌও সঠিক চিকিৎসা পাবে কি না! হয়তো একটু লিউকোপ্লাস্ট বেঁধে দিয়ে, পুলিশের কথায় যোগ্য ট্রিটমেন্ট না করে হাসপাতাল তাঁদের ফিরিয়ে দেবে। তা সত্ত্বেও সৌগত রায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধি দল এসএসকেএম গিয়েছে তাঁদের সঠিক চিকিৎসার জন্য। মারের চোটে অনেকের দম বন্ধ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না মেয়েরা। কমপক্ষে ২০-২৫ জনের মাথায় রক্ত ঝরতে দেখেছি। আমাদের কর্মীরাই আহতদের উদ্ধার করেছে। আর পুলিশ শুধু নির্লিপ্তভাবে দেখেছে।

আহত ৪১ জনের তালিকা

১. মহম্মদ আসিফ হোসেন, ২. রাহুল গঙ্গোপাধ্যায়, ৩. মধুমিতা মিস্ত্রি, ৪. প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, ৫. তিয়াসা রায়, ৬. দেবারতি সরকার, ৭. বৈশালী দত্তগুপ্ত, ৮. প্রিয়জিৎ মণ্ডল, ৯. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০. নয়নিকা রায়, ১১. রাখাল চক্রবর্তী, ১২. শিবলীন ঘোষ, ১৩. মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ১৪. মহোতা মালাকার দাস, ১৫. অনুর দাস, ১৬. মৌমিতা কুল, ১৭. রাজা মিত্র, ১৮. এমিলি ঘোষ, ১৯. পলি রায়, ২০. উপাসনা চৌধুরি, ২১. সমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২. শতদীপ সিনহা রায়, ২৩. কৌশিক বোস, ২৪. বিশ্বজিৎ রায়, ২৫. অরিন্দম কাঞ্জিলাল, ২৬. সুমিত গুপ্ত, ২৭. মুনমুন জমাদার, ২৮. হিমাদ্রি বটব্যাল, ২৯. উদ্দীক খাতুন, ৩০. সুমিত দে, ৩১. সুলেখা দে, ৩২. প্রথীব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩. দীপ চৌধুরি, ৩৪. প্রতাপ ঘোষ, ৩৫. কমককান্তি ঘোষ, ৩৬. মমতা মালাকার দাস, ৩৭. সায়ত চট্টোপাধ্যায়, ৩৮. মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ৩৯. আশিস শীল, ৪০. হিমাদ্রি বটব্যাল, ৪১. প্রতীক ধর।

ছিনতাই-হওয়া সোনার গহনা কেনার অভিযোগে পুলিশের জালে এক। ধৃতের নাম কমল সরকার। বাড়ি নৈহাটি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ

বেইমানদের কথায় কান দেবেন না, ঘরে ফিরে আসুন : নেত্রী

প্রতিবেদন : হয় তৃণমূল করুন, নতুবা সরাসরি বিজেপি। মাঝগঙ্গায় ভেসে থাকবেন না। তাহলে একূল-ওকূল— দু'কূলই যাবে। বুধবার ফেসবুক লাইভে বেইমানদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, যারা আজ বেইমানি করে বিজেপির দোসর হয়েছে, দলীয় কর্মীরা তাদের কোনওদিন ক্ষমা করবে না। তাই বেইমানদের কথায় কান দেবেন না। এখনও সময় আছে, নিজের ঘরে ফিরে আসুন।

বেইমানরা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাঠিয়েছেন। এত ছলনা কেন? আমার সিম্বল নিয়ে, সাধারণ কর্মীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে ভোটে জিতে আজ দলবদল! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সেই বিশ্বাসঘাতকদের মনে করিয়ে দেন, আজ যারা ক্ষমতা ভোগ করছেন, তাদের জন্য সাধারণ কর্মীরা একদিন রক্ত দিয়েছেন, পোলিং কিংবা কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে লড়াই করেছেন। তাই দলত্যাগীদের উদ্দেশে তাঁর শেষ সতর্কবার্তা, বেইমানদের কথায় কান না গিয়ে ঘরে ফিরে আসুন। বুধবার বারুইপুরের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিলে তৃণমূল কর্মীদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় বিজেপির গুন্ডাবাহিনী। বেশ কয়েকজন কর্মী গুরুতর আহত হন। তার পরই নিজের ফেসবুক লাইভে নেত্রী বলেন, যারা বেইমান, তাদের প্রশ্রয়েই আজ কর্মীদের ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে। এরা নিজেদের পরিবার আর সম্পত্তি বাঁচাতে বিজেপির কোলে গিয়ে দুলছে। এরা নিষ্ঠুর, পৈশাচিক, অমানবিক ও দানবিক।

প্রতিবাদ-মিছিলে বিজেপির হাতে আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের খোঁজ নিতে এসএসকেএমে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বুধবার।

এক বছর পর ফিরলেন বীরভূমের চার বাসিন্দা

প্রতিবেদন : প্রায় এক বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে দেশে ফিরলেন বীরভূমের পাইকর গ্রামের সুইটি বিবি, তাঁর দুই নাবালক সন্তান এবং সুনালি বিবির স্বামী দানেশ শেখ। বুধবার দুপুরে মালদহের মহদিপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা।

গত বছর জুন মাসে দিল্লি পুলিশ সোনালি বিবি, সুইটি বিবি ও তাঁদের স্বামী সন্তান-সহ কয়েকজনকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে আটক করে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। পরে তাঁরা বাংলাদেশে আটক ও জেলবন্দি ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলেও পরে তা সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবি ও তাঁর সন্তান দেশে ফিরে আসেন। বুধবার তাঁর স্বামী দানেশ শেখ-সহ বাকি চারজনও দেশে ফেরেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম এক্সে এক পোস্টে দাবি করেছেন, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের ফলেই এই চার ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরতে পেরেছেন। তিনি বিচারব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, প্রকৃত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের ভুলবশত বিদেশে পাঠানো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে ধূলিসাৎ গরিবের রুটিরুজি। কার্যত শ্মশান প্ল্যাটফর্ম চত্বর। বুধবার।

মধ্যরাতে ঢাকুরিয়া স্টেশনে বুলডোজার

একরাতেই জীবন-জীবিকা হারিয়ে পথে ৩০০ পরিবার

প্রতিবেদন : একাধিক স্টেশন চত্বরে হকার উচ্ছেদের উপর আদালতের স্থগিতাদেশ জারি রয়েছে। কিন্তু ঢাকুরিয়া স্টেশনের হকারদের কাছে কোর্টের তরফে তেমন কোনও রক্ষাকবচ ছিল না। তাই মঙ্গলবার গভীর রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণের এই স্টেশনে নির্বিচারে চলে বুলডোজার-তাণ্ডব! বিশাল পুলিশবাহিনী এনে গায়ের জোরে গুড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক দোকান। একরাতের মধ্যে জীবনজীবিকা হারিয়ে পথে বসে প্রায় ৩০০ পরিবার। অন্নসংস্থানের শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে মঙ্গলের রাতে ঢাকুরিয়া স্টেশন চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন ব্যবসায়ীরা। শোকাতর কণ্ঠে রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাছে তাঁদের প্রশ্ন, এই পরিবর্তনের জন্যই কি ভোট দিয়েছিলাম? কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করে এভাবে দোকানপাট ভাঙচুর করে রুটিরুজি কেড়ে নিলে আমরা কোথায় যাব?

দিনকতক আগেই নবান্নে হকার সংগঠনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক শেষে জানা গিয়েছিল, দুর্গাপুজোর আগে আর কোথাও হকার উচ্ছেদ হবে না! মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন হকার সংগঠনকে। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে ঢাকুরিয়া স্টেশনে যে ছবি দেখা গেল, তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই! প্রায় দেড়মাস আগে ঢাকুরিয়া স্টেশনের ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিশ ধরানো হয়েছিল। তারপর মঙ্গলের সকালে এসে হঠাৎ জানানো হয়, রাত ১২টার মধ্যে উঠে যান, নাহলে বুলডোজারের সব দোকানপাট ভেঙেচুড়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে! সেই কথায় কয়েকজন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত উদ্যোগে লোক ভাড়া করে তাঁদের অস্থায়ী দোকান সরিয়ে নেন। রাত ১১টা থেকেই স্টেশন চত্বরে মোতায়েন হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। মধ্যরাতে আসে দুটি বুলডোজার। প্ল্যাটফর্মে তুলে বুলডোজার-তাণ্ডবে গুড়িয়ে দেওয়া হয় বাদবাকি দোকানপাট।

উচ্ছেদ রুখতে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। ব্যবসায়ীদের তরফে আদালতের দ্বারস্থ হলেও এত কম সময়ের মধ্যে আদালতও কিছু করতে পারেনি। স্টেশনের ব্যবসায়ীদের দাবি, আমাদের কাছে হকার কার্ড রয়েছে। রেলের তরফে দেওয়া সেই হকার কার্ড থাকা সত্ত্বেও কেন একের পর এক দোকান এইভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? এই হকার কার্ড নিয়ে আমরা ১০-২০ বছর ধরে এই স্টেশন চত্বরে ব্যবসা করে খাই। এখন এইভাবে তুলে দেওয়া হলে খাব কী? কোথায় যাব? রেল কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশের কাছে বিকল্প জায়গার আবেদন জানালেও তাঁরা নির্বাক। শুধুই সরকারি আজ্ঞা পালনে দায়বদ্ধ! সরকারও আমাদের কথা শুনছে না! তাহলে আমরা কার কাছে যাব? বাড়িতে ভাতের হাঁড়ি চড়বে কীভাবে? হয়তো ভিক্ষা করতে হবে। নাহলে অনাহারে ভুগে আত্মহত্যা করতে হবে! মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পুজোর আগে আর উচ্ছেদ হবে না! তবে কি মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসও জুমলা? শুধুই মুখের কথা? বাস্তবায়ন হবে না? শয়ে শয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রশ্নের মুখেই থেকে যাবে?

বারুইপুরে প্রকৃত তদন্ত নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রতিবেদন : বারুইপুরে নাবালিকাকে খুন করে ধর্ষণ করার ঘটনার তদন্ত নিয়ে ক্রমশ ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলকে। সেখানেই পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। কীভাবে, কেন মৃত্যু? পুলিশকে গুলি চালাতে হল কী কারণে? এই সত্য আদৌও জানা যাবে কিনা সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অন্যদিকে, এই ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে আর একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় কবির মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে। সব মিলিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল চার। কিন্তু মধ্যরাতে ধর্ষণ-খুনে 'অন্যতম' অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের অতিসক্রিয়তায় ওঠা সেইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কি?

প্রশ্ন ১. ঘটনার পুনর্নির্মাণে অভিযুক্তকে রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যা একটি অস্বাভাবিক সময়! অন্ধকারে কীভাবে পুনর্নির্মাণ সম্ভব?

প্রশ্ন ২. সাধারণত ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় ভিডিওগ্রাফি করা হয়; এক্ষেত্রে কি তা হয়েছে?

প্রশ্ন ৩. এমন এক হাই-প্রোফাইল মামলায় অভিযুক্তকে হাতকড়া পরানো ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন জরুরি ছিল। এসব কি হয়েছিল? না হলে, কেন হয়নি? হাতকড়া পরানো থাকলে, ধৃত কীভাবে পিস্তল ছিনিয়ে গুলি চালাল?

হাওড়া কোর্ট চত্বরেও চলল বুলডোজার

সংবাদদাতা, হাওড়া : মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পুজো পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান হবে না। কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস করে পথে বসতে হল প্রায় ৩৫-৪০ জন হকারকে। বুধবার হাওড়া কোর্ট চত্বর ও জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪০টি দোকান ও গুমটি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল। কড়া পুলিশি পাহাড়ায় এদিন দুপুরে এই উচ্ছেদ অভিযান চালায় প্রশাসন। জেলা হাসপাতালের সামনে অবস্থিত বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরণি ও কিছুটা মহাত্মা গান্ধী রোডের ধারে গড়ে ওঠা সমস্ত দোকান ও গুমটি ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযানের সময় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। অভিযান চলাকালীন ব্যস্ত রাস্তায় সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। প্রশাসনের দাবি, কয়েক দিন আগে দোকানদারদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। নোটিশ সত্ত্বেও দখলদাররা না সরায় আজ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। যেখানে অভিযান হয়, সেখানে হাওড়া জেলা হাসপাতালের প্রধান প্রবেশদ্বার। পাশাপাশি জেলাশাসকের কার্যালয়, হাওড়া আদালত, কোর্ট লকআপ, মহিলা থানা, পুলিশ দফতর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস রয়েছে। ফলে এই অভিযানের জেরে বিপাকে পড়েন পথচলতি বহু মানুষ। তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও হকার উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকায় বহু দোকানদারের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পুজো অবধি উচ্ছেদ হবে না। আমরা সেই কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। বহু বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছেন তাঁরা, এর থেকেই চলে তাদের সংসার। কিন্তু পুনর্বাসন না দিয়ে যেভাবে দোকান ভাঙা হল তা অমানবিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

9 July, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৯ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

পুরাতন মালদহ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীপুর উত্তরপাড়ায় এক যুবকের রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনাকে ঘিরে বুধবার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ, বাহিনীর লাঠিচার্জে জখম

প্রতিবেদন : অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভে নেমেছেন মহিলারা। মঙ্গলবার দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে পাঁচটি প্রতিটি জেলাতেই বিক্ষোভে শামিল হন মহিলা। কিন্তু সবচাইতে বেশি ভয়ঙ্কর হয় শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায়। এখানেই টাকার দাবিতে এসে বিএসএফের লাঠি জুটল মহিলাদের। ব্লক অফিসে বিক্ষোভকারী মহিলাদের ছত্রভঙ্গ করতে বিএসএফ লাঠি চার্জ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় জখম হন দুই মহিলা। তুফানগঞ্জ থেকে মাথাভাঙা, ময়নাগুড়ি থেকে নাগরাকাটা সর্বত্র জাতীয় ও রাজ্য সড়ক অবরোধ হয়। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকলে আরও বড় আন্দোলনে নামা হবে। ঠিক কী ঘটেছিল? এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে মহিলাদের বিক্ষোভ চলে। খড়িবাড়ির বিডিওকে ঘেরাও করা হয়। ফাঁসিদেওয়া ব্লক অফিসে কয়েকশো মহিলা জমায়েত করে ভাতা চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। মহিলাদের অভিযোগ, ফর্ম পূরণ করার পরেও তাঁরা কেন প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একসময় বিডিও অফিস লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ-সহ আসে বিএসএফ। পরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের উপস্থিতিতেই বিএসএফ জওয়ানরা মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। যদিও বিডিও মন্তব্য করতে চাননি। মাটিগাড়া বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ চলে। পরে তাঁরা শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। জয়েন্ট বিডিও ইনজামুল হক এসে কথা বললে পরিস্থিতি প্রশমিত হয়। নাগরাকাটায় বিক্ষোভ চালাকালীন বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল ঘটনাস্থলে এসে জানান, যাঁদের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি তাঁদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১ জুন থেকে যোজনার টাকা দেওয়া শুরু হলেও অনেকেই পাননি।

লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে বিএসএফ।

মরে যাব, বাংলাদেশে যাব না হোল্ডিং সেন্টারে বসে জলিল

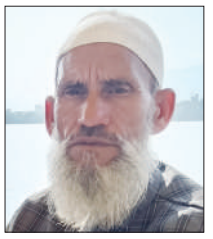

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : "হোল্ডিং সেন্টারে মৃত্যু বরণ করলেও বাংলাদেশ যাব না।" ফুলবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর অধীনে থাকা হোল্ডিং সেন্টারে বন্দি জলিল আখতারের এই কাতর আবেদন এখন ব্যাথিত করে দিচ্ছে তার পরিবারকে। বাংলাদেশ তার পূর্ব পুরুষরাও যাননি, তাই কেন এই পুশব্যাক! প্রশাসনের আইনি জাঁতাকলে পড়ে বুধবারও ঘরের ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তার পরিবারের লোকেরা। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চরম হতাশ ও ক্ষুব্ধ জলিল আখতারের মামাতো ভাই মতিউর রহমান ও তার পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জলিল আখতারকে এখনও হোল্ডিং সেন্টারে আটকে রাখা হয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে সুরাহা পেতে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের (এসপি) সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু আচমকাই এসপি কলকাতায় চলে যাওয়ায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছুটিতে থাকায় তাঁদের কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শূন্য হাতেই ফিরে আসতে হয় পরিবারকে। তবে পুলিশ প্রশাসনের ডিআইবি শাখার পক্ষ থেকে পরিবারকে জানানো হয়েছে যে, জলিলকে বর্তমানে হোল্ডিং সেন্টারেই রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন একজন ভারতীয় নাগরিককে বা এমন কোনো ব্যক্তিকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হল? এই প্রশ্নের উত্তরে ডিআইবি-র তরফ থেকে জানানো হয়, ডালখোলা থানার পক্ষ থেকে পাঠানো একটি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই জলিল আখতারকে এই চরম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে

আবেদন করার ৮ মাস পরও মেলেনি নাগরিকত্ব, প্রতিবাদে বিক্ষোভ ইসলামপুরে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আবেদন করায় সার। কেটে গিয়েছে আট মাস। কিন্তু এর পরও কোনও সুরাহা হয়নি। বিজেপি সরকার একগুচ্ছ নিয়ম জারি করে মানুষকে ভয় দেখালেও কাজের কাজ কিছু করেনি। এবার তাই বিক্ষোভে শামিল হলেন উত্তর দিনাজপুরের আবেদনকারীরা। বুধবার ইসলামপুর শহর মণ্ডল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন দুই শতাধিক আবেদনকারী। তাঁদের সাফ হুঁশিয়ারি, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে বিজেপি কার্যালয়ের সামনেই তাঁরা প্রাণত্যাগ করবেন। এদিন ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুণ্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পণ্ডিতপোতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ২০০ বাসিন্দা ইসলামপুরের বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে এসে জড়ো হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রায় ৭-৮ মাস আগে বিজেপির পক্ষ থেকে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে গিয়েই তাঁরা সিএএ-র আওতায় ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানান। নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় প্রয়োজনীয় নথিপত্রও জমা দিয়েছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও আবেদন প্রক্রিয়ার কোনও অগ্রগতি হয়নি। এমনকী সরকারিভাবে কোনও তথ্য বা আশ্বাসও তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি। ক্ষুব্ধ আবেদনকারী যতীন শীল বলেন, আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিয়ে সাত-আট মাস আগে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত অগ্রগতি হয়নি। সরকারিভাবেও আমাদের কিছু জানানো হচ্ছে না।

বিজেপির কার্যলয়ের সামনে বিক্ষোভ।

বর্ধমান গণধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃত ২

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান ১নং ব্লকের তালিতের ক্যানেল সংলগ্ন মাঠ থেকে উদ্ধার হওয়া আদিবাসী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গণধর্ষণ, খুন এবং প্রমাণ লোপাটের ধারায় ২জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালো দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে তালিতের কাছে ক্যানেল সংলগ্ন মাঠ থেকে নবাবহাট দিঘিরপাড় এলাকার বাসিন্দা রাণী হেমব্রম (২৮)-এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও আনা হয়। মঙ্গলবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। আদপেই তাঁর ওপর কোনো শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল কিনা তানিয়ে রীতিমত ধন্দ ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাণী হেমব্রম মদ খেতেন। সোমবার সন্ধ্যেতেও তিনি মদ খেয়েছিলেন। মদের নেশাতেই তিনি মাঠে পড়ে গিয়ে মারা যান, নাকি এর পিছনে অন্য কিছু রয়েছে তা নিয়ে তদন্তে নামে পুলিশ।

ছাঁটাই ১০ কর্মী, ডিএম-এর দ্বারস্থ

সংবাদদাতা, মালদহ : দীর্ঘদিন মাটি পরীক্ষাগারে কাজ করার পর আচমকাই চাকরি হারানোর অভিযোগ তুলে পুনর্বহালের দাবিতে মালদহ জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কৃষি দফতরের মাটি পরীক্ষাগারের ছাঁটাই কর্মীরা। বুধবার সকালে তাঁরা মালদহ জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। কর্মীদের দাবি,মালদহ, কলকাতা,বাঁকুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মাটি পরীক্ষাগারে মোট ১২২ জন কর্মী কর্মরত ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ,কোনও পূর্ব নোটিস বা সুনির্দিষ্ট কারণ না দেখিয়েই একযোগে সকলকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মালদহ জেলায় মোট ১০ জন কর্মী এই সিদ্ধান্তের ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ২০১৫ সাল থেকে এবং বাকিরা ২০২৫ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছিলেন। হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটের মুখে পড়েছেন বলে জানান তাঁরা।

প্রেমিকাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

সংবাদদাতা, সোদপুর : রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। কিন্তু তলানিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা। কিন্তু প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে খুন-খারাবির খবর। বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। এরই মধ্যে বুধবার সকালবেলা ব্যস্ত সময়ে প্রকাশ্যে সোদপুরে ফিউচার গেট এলাকায় প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। প্রেমিকাকে নৃশংসভাবে কোপানোর পর নিজের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে প্রেমিক। পথচলতি মানুষ বাধা দিতে গেলে তাঁদের উপরও ধারালো ছুরি নিয়ে হামলার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। দু-জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রেমিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনার ভিডিয়োও আপাতত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম গীতা দাস। তিনি সোদপুরের নাটাগড় এলাকার মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা। ৩৩ বছর বয়সি বিবাহবিচ্ছিন্না ওই মহিলার সঙ্গে হামলাকারী যুবকের অনেকদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। হামলাকারী হাড়োয়ার বাসিন্দা সুভাষ দাস। দু-জনের মধ্যে প্রায়শই প্রকাশ্যে অশান্তিও হত।

প্রকাশ্যে প্রেমিকাকে কোপানোর মুহূর্ত। ডানদিকে, ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

ইডি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়েই

(প্রথম পাতার পর)

জানার পর তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, দলের সমস্ত ফান্ড স্বচ্ছতার সঙ্গেই আছে। এ-বিষয়ে অস্বচ্ছতার কোনও অবকাশ নেই। ফান্ডে ডোনেশন সম্পর্কিত সবটা নির্বাচন কমিশন ও ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে জানানো আছে। এমনকী তা প্রতিবছর নিয়ম করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশও করা হয়, যা স্পষ্ট করেই সেখানে রয়েছে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পারে। আর ইলেকটোরাল বন্ড সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত। এই বন্ড ইস্যু করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং নিয়ম করে সেই তথ্য সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

৮
৯ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

9 July, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোটার লিস্টে নাম না থাকায় বাতিল হল রেশন কার্ডও!

প্রতিবেদন : বিজেপির অত্যাচার মাত্রা ছাড়াচ্ছে। কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসাইআর করে ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। ট্রাইবুনালে ও সিএএতে আবেদন করেও ওঠেনি নাম। এবার রেশনের তালিকা থেকে নাম বাদ গেল শান্তিপুর থানা এলাকার বড়জিয়াকুড় গ্রামের একটি পরিবারের। নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার বড় জিয়াকুড় গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন সরকার। বাড়িতে বাবা, মা, দাদা-সহ মোট চারজন সদস্য। চারজনেরই ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ গিয়েছে। ট্রাইবুনালে আবেদন, এমনকী সিএএ-তে আবেদন করেও ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেননি তিনি। আর এবার আচমকাই রেশনের তালিকা থেকেও বাদ পড়ল তাদের গোটা পরিবারের নাম। পেশায় ফুলিয়ায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের অস্থায়ী কর্মী। ৩০ বছর বয়সি মিঠুন সরকারের বাবা কৃষক, মা গৃহবধূ এবং দাদা বাড়ির কাছেই একটি ছোট খাবারের দোকান চালান। এদিন আর পাঁচটা দিনের মতোই রেশন দোকানে রেশন তুলতে গিয়েছিলেন মিঠুনবাবু। কিন্তু রেশন দোকানে গিয়ে আঙুলের ছাপ দিতেই দেখা যায় বায়োমেট্রিক মেশিনে তার বা তার পরিবারের কোনও সদস্যের নাম দেখাচ্ছে না। রেশন দোকান থেকে তাঁকে বলা হয়, তাঁর পরিবারের নাম রেশন তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই বিষয়ে বিডিও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তার পরই তিনি ট্রাইব্যুনালে আবেদন এবং সিএএতে আবেদনের নথিপত্র নিয়ে তড়িঘড়ি শান্তিপুর বিডিও অফিসে ছোটেন।

বহুতলে আগুন

সংবাদদাতা, হাওড়া : বুধবার বেলুড়ের ভোটবাগান এলাকার কাশী মন্ডল লেনে একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লাগার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসেন বহু সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে, ৯ নম্বর কাশী মন্ডল লেনের ওই তিনতলা বাড়িটির মালিক শেখ কলিমুদ্দিন। এদিন বাড়িটির দোতলার একটি ঘরে প্রথমে আগুন লাগে। ওই ঘরে আসবাবপত্রের পাশাপাশি বেশ কিছু প্লাস্টিকের জিনিসপত্র মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অস্থায়ী শ্রমিকদের দাবি নিয়ে এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব বিজেপির মদতপুষ্ট বিএমএস

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ভোট লুট করে বিজেপি সরকার গড়ার পর থেকেই একাধিক সমস্যায় জর্জরিত রাজ্য। কর্মহারা বহু মানুষ। বে-আইনি দাগিয়ে নিজেদের কাজ দেখাতে ভেঙেছে বাড়ি, দোকান। এই আবহেই দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল)-এর অস্থায়ী কর্মীদের দাবি নিয়ে গর্জে উঠল বিজেপিরই মদতপুষ্ট শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। বুধবার দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল)-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। প্রশাসনিক ভবনের মূল গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন সংগঠনের বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। শ্রমিকদের অধিকার, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনকারীরা স্লোগান তোলেন এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান। বিএমএসের অভিযোগ, ডিপিএলে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যার মুখোমুখি। যখন-তখন শ্রমিকদের বদলি করা হচ্ছে, স্থায়ীভাবে কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও অনেক

দাবিপূরণ না হলে বড় আন্দোলনের পথে যাবেন, হুঁশিয়ারি সদস্যদের।

ক্ষেত্রেই তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে বলে দাবি সংগঠনের। আন্দোলনকারীদের অন্যতম প্রধান দাবি, ডিপিএল হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ দ্রুত পুনরায় চালু করতে হবে, যাতে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পান। পাশাপাশি, অস্থায়ী শ্রমিকদের সরকারি নির্ধারিত হারে মজুরি প্রদান, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দীর্ঘদিনের বকেয়া দাবি মেটানো এবং শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা কার্যকর করার দাবিও জানানো হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন বিএমএস নেতৃত্ব জানায়, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছে। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিরা ডিপিএল কর্তৃপক্ষের হাতে দাবিপত্র-সহ একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। সেখানে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আবেদন জানানো হয়। একই সঙ্গে বিএমএস স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দাবি পূরণে যদি কর্তৃপক্ষ দ্রুত ইতিবাচক উদ্যোগ না নেয়, তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ও জোরদার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সংগঠনের দাবি, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সচল ও উৎপাদনমুখী রাখতে হলে শ্রমিকদের স্বার্থ সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মীদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং কাজের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া শিল্পের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যেই তাঁদের এই আন্দোলন বলে দাবি বিএমএসের। এদিকে, টোটো-অটো চালানো নিয়ে সরকার নির্দেশিকার পর প্রশাসনের তার প্রয়োগ নিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের দ্বন্দ্ব শুরু হল বারাসাতে। এই বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে গিয়ে বিএমএস-এর উদ্যোগে টোটো ও অটো চালকেরা বুধবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটের জেরে নাজেহাল সাধারণ মানুষের। টোটো-অটো চালকেরা সরকারি নির্দেশিকা মেনেই গাড়ি চালাতে চাইছে না। পাশাপাশি প্রশাসনের তাড়াহুড়ো শিথিল করার জন্য তাঁরা দাবি তুলেছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে স্কুল, শিকেয় পঠনপাঠন, অভিভাবকদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, ফলতা : ভোট মিটে গিয়েছে। ফল প্রকাশ হয়ে লুটেরা বিজেপি সরকার গঠন করেছে। এর পরেও স্কুলগুলি থেকে নড়েনি কেন্দ্রীয়বাহিনী। ঘর দখল করে থাকায় শিকেয় পঠনপাঠন। এদিকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। কী করবে তারা? আদৌ কি স্কুলে পঠনপাঠন হবে, নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনীরা বছরের পর বছর থাকবে? এমনই প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে বুধবার প্লাকার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদে নামলেন অভিভাবকরা। ফলতা বিধানসভাও তার ব্যতীত নয়। ফলতা বিধানসভার ফতেপুর অঞ্চলে ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনে দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠন ব্যাহত রয়েছে। এদিন

স্কুলে শুরু হোক পড়াশোনা। দাবি অভিভাবকদের।

অভিভাবকদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। এদিন অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে ডায়মন্ডহারবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিবাবকদের একটাই দাবি বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন অতি দ্রুত শুরু করতে হবে। বিগত দিনে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে তাদের সন্তানদের তার স্পেশাল ক্লাসের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। আন্দোলনরত অভিভাবকদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বাপ্পাদিত্য মন্ডলও। ঘটনাস্থলে ফলতা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এবং অবরোধ শান্ত করে দ্রুত পঠন পাঠন চালু করা ও প্রশাসনিক আশ্বাস দেন।

দেহ উদ্ধার

■ পুরাতন মালদহ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীপুর উত্তরপাড়ায় এক যুবকের রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনাকে ঘিরে বুধবার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির পেছনের একটি কাঁঠাল গাছে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। মৃতের নাম আশিস দাস (২৮)। তাঁর সংসারে রয়েছেন বাবা-মা, স্ত্রী এবং তিন নাবালক সন্তান। মঙ্গলবার বিকেলে তিনি স্ত্রীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে পরিবারের সদস্যদের জানান, আট দিনের মধ্যেই স্ত্রীর কানের অস্ত্রোপচার করাতে হবে। এই খবর জানানোর সময় তিনি ভেঙে পড়েছিলেন বলেই দাবি পরিবারের।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আহত ৫০

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল একটি যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস। মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ বরাবাজার ব্লকের সিন্দরী গ্রাম পঞ্চায়েতের তসরবাঁকি নদীঘাটে কুমারী নদীর উপর থাকা ভাসা কজওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সিমুদুরী গ্রামের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন বাসিন্দা বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থানার ধাধকিডি গ্রামে একটি প্রীতিভোজে অংশ নিয়ে ফিরছিলেন। ফেরার পথে নদীর উপর থাকা ভাসা কজওয়ে পার হওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। অল্পের জন্য বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হলেও বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

খেলনা গাড়ির মতো এসে পড়ে বাসটি। বরাত জোরে রক্ষা।

বাসের এক যাত্রী শশধর মাহাতোর দাবি, দুর্ঘটনার সময় কয়েকটি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সামগ্রী নদীর জলের তোড়ে ভেসে যায়। এই ঘটনার পর ফের সামনে এসেছে তসরবাঁকি ভাসা কজওয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষাকালে নদীর জল বেড়ে গেলেও এই কজওয়েই বহু গ্রামের মানুষের একমাত্র যাতায়াতের ভরসা। সিন্দরী বাজারে আসা-যাওয়া এবং পুরুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম শর্টকাট রাস্তা হওয়ায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এই পথ ব্যবহার করেন। বর্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রী, নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। স্থানীয়দের দাবি, প্রতি বছর বর্ষার সময় এই কজওয়েতে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত বছরও এই পথ দিয়ে পারাপারের সময় একটি বোলেরো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। তাই স্থায়ী সেতু নির্মাণ অথবা বর্ষাকালে নিরাপদ বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা করার দাবি জোরালো হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

মাঝ-আকাশে যাত্রীসমেত নিখোঁজ কার্গো বিমান। পাকিস্তানের সেই বোয়িং ৭৩৭ বিমানটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হল। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে তল্লাশির পর আরব সাগর থেকে উদ্ধার হয় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ। যে পাঁচ জন সওয়ারি ছিলেন বিমানে, তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি এখনও

দিল্লি দরবার

ভয়াবহ পরিস্থিতি অসমে

মাত্র ২ মাসে ১১০টি ধর্ষণ

গুয়াহাটি: বিজেপির শাসনে অসমের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা ভয়াবহ অবনতি হয়েছে তার প্রমাণ মিলল সরকারের দেওয়া তথ্য এবং পরিসংখ্যানেই। মাত্র ২ মাসের মধ্যে এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১১০টি। খুনের ঘটনা ঘটেছে ৪৬টি। বিধানসভায় এই

তথ্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নিজে। বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষণীয়, গত ১২ মে শপথ নিয়েছে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নতুন সরকার। অর্থাৎ বিজেপির নতুন সরকারের মাত্র দু মাস কাটতে না কাটতেই এমন ভয়াবহ রিপোর্ট উঠে এসেছে সরকারি তথ্যে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে বিজেপি নারী সুরক্ষা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে ফাঁকা বুলি আউড়ে ভোট লুট করতে চায়, সেই বিজেপি সরকারের শাসনেই অসমে মহিলাদের উপর অপরাধের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে আশঙ্কাজনক হারে। গত কয়েক বছরে অসমে মহিলাদের উপর অপরাধের নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪ হাজার ১৩৪টি। এর মধ্যে আছে ২ হাজার ৬৭৭ খুন, ১৪ হাজার ৪৫৬ ধর্ষণ, ১,৪৬৩ পণের জন্য অত্যাচার। অর্থাৎ নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে অসমে বিজেপি সরকারের অপদার্থতা মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্টেই স্পষ্ট।

ঈশ্বরের দানবাক্স রক্ষা করতে পারে না যারা

বিনিয়োগ রক্ষা করবে কীভাবে?

রামমন্দিরের প্রণামী লুঠ নিয়ে বিস্ফোরক অখিলেশ

লখনউ: রামমন্দিরে অনুদান লুঠের ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গভীর সংশয় তৈরি করছে। বিজেপি সরকারকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বহির্বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা। সেই কারণেই হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, যে সরকার নিজেদের ঈশ্বরের দানবাক্স রক্ষা করতে পারে না, সেই সরকার বিনিয়োগ রক্ষা করবে কী করে? সমাজমাধ্যমে এই গুরুতর আশঙ্কার বিষয়টি তুলে ধরেছেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। এক্স-হ্যান্ডেলে তাঁর মন্তব্য, রামমন্দিরে অনুদান লুঠের ঘটনায় সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত লজ্জা এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। অযোধ্যা মন্দিরের দান, অনুদান ও চাঁদার অর্থ চুরির খবর ইতিমধ্যেই

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী হিন্দুরা লজ্জিত ও ব্যথিত বোধ করছেন, কারণ বিজেপি ও তাদের সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের কারণে এই কলঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অখিলেশের যুক্তি, তাঁরাও তো মন্দিরে দান-অনুদান পাঠিয়েছিলেন অথবা নিজেরাই সেখানে গিয়ে দান করেছিলেন। এই ঘটনা সারা বিশ্বের সনাতন সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে। বিজেপির সদস্য-সমর্থকদের এসব ধর্মবিরোধী কাজের জন্য দেশকেও সহ্য করতে হচ্ছে অপমান।

অখিলেশের শ্লেষাত্মক মন্তব্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরাও এখন পিছিয়ে আসছেন, কারণ তাঁরা মনে করছেন— যে সরকার নিজের ঈশ্বরের দানবাক্সও রক্ষা করতে পারে না, তারা আগামী কাল আমাদের বিনিয়োগ কীভাবে রক্ষা করবে? বিজেপি সরকার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে।

জোর করে হিজাব খুলিয়ে তরুণীকে গেরুয়া তিলক পরাল উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল ভিডিও

পাটনা: ধর্মীয় উন্মাদনা ক্রমশই বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে। ফের তার প্রমাণ মিলল বিহারে। এক সংখ্যালঘু তরুণীকে ঘিরে ধরে জোর করে তাঁর হিজাব খুলিয়ে গেরুয়া তিলক পরিয়ে দিল উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী হল সারণ জেলার কামালপুর। এখানেই শেষ নয়, জোর করে গেরুয়া তিলক পরিয়ে 'জয় বজরংবলী' স্লোগানও দেয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। তারা দাবি করে হিন্দু ধর্মের আচরণ মেনে ওই তরুণীর বিয়ে হয়েছে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। উঠেছে নিন্দার ঝড়।

বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল জঞ্জালের পাহাড়, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে ১৫

পুনে: প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামল জঞ্জালের পাহাড়ে। ভেঙে পড়ল আস্ত একটি বাড়ি। আর সেই ধ্বংসস্তূপের নিচেই আটকে পড়ছে অন্তত ১৫ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার পুনের পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় এলাকায়। দুর্ঘটনাস্থল মিউনিসিপাল করপোর্শেনের ওয়েস্ট ২ অ্যানার্জি প্রকল্পে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অর্থাৎ পিপিপি মডলে

পুনেতে বিপর্যয়

পরিচালিত হয় এই প্রকল্পটি। বাড়িটি প্রকল্পের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বহুকর্মী দুর্ঘটনার সময় ওই বিল্ডিংয়ের ভেতরে কাজ করছিলেন।

পাশেই ছিল বহুবছর ধরে জমে থাকা বিশাল 'লেগেসি ওয়েস্ট'-এর পাহাড়। টানা ভারি বৃষ্টিতে আচমকাই আলগা হয়ে যায় সেই আবর্জনার পাহাড়। আর তার প্রবল চাপেই কিছু বুঝে উঠার আগেই ধসে পড়ে বাড়িটি। ঘটনার খবর পেয়েই দমকল, পুলিশ, এবং দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন।

বাংলাকে দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ তৈরি করছে বিজেপি

নয়াদিল্লি: বাংলাকে দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ তৈরি করছে বিজেপি। আইনের শাসন এখানে জঙ্গলের শাসনে পরিণত হয়েছে। বুধবার সরাসরি এই অভিযোগ এনে বিজেপিকে এক হাত নিয়েছে তৃণমূল। দলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র পুলিশের দাবি করা 'এনকাউন্টারের' বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু নিয়ে গুরুতর আইনি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, পুলিশের নিশ্চয়ই তাঁকে লাড্ডু খাওয়ানোর কথা নয়, কিন্তু গুলি করার কথা হাঁটুর নীচে। এটাই আইন, এটাই নিয়ম। আইন অনুযায়ী পুলিশ তাঁকে বুকে, পিঠে বা মাথায় গুলি করতে পারে না। আসলে বিজেপির শাসনে বাংলা এখন ইউপি ২.০-তে পরিণত হয়েছে। বিজেপিকে এদিন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের আরও ২ সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এবং কীর্তি আজাদও।

গোয়ায় কংগ্রেস ভাঙার চক্রান্ত?

গোয়া: এবার কি গোয়ায় কংগ্রেস ভাঙার চক্রান্ত শুরু হয়েছে? আগামী বছরের শুরুতে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মণিপুরের পাশাপাশি গোয়াতেও বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। বিরোধীশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্যে সেই কারণেই কি বিজেপি টার্গেট করল কংগ্রেসকে? কারণ গোয়া কংগ্রেস পার্টি নামে আচমকাই এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার অবেদন জানিয়েছে তারা। জল্পনার কেন্দ্রবিন্দু সেটাই।

বিস্ফোরণে হত ৩ শ্রমিক

রায়পুর: ছত্তিশগড়ে পিগ আয়রনের কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ শ্রমিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের উরলা থানা এলাকায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ শ্রমিকের। পরে হাসপাতালে প্রাণ হারান আরও একজন। সম্ভবত অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণেই দুর্ঘটনা।

সোপিয়ানের সাত গ্রামে চিরুনি-তল্লাশি গুলিতে খতম লস্করের শীর্ষ কমান্ডার

শ্রীনগর: কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমনে বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর। ভূস্বর্গে সেনা অভিযানে খতম লস্করের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার জাকির গানাই। গত পাঁচ দিন ধরে সোপিয়ান জেলার সাত গ্রামে চিরুনি তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। অবশেষে গোয়েন্দাদের হিট লিস্টে এ প্লাস প্লাস ক্যাটাগরিতে থাকা এই জঙ্গির মৃতদেহ বুধবার উদ্ধার করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্রের তরফে বারবার 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা বলা হয়েছে। সেই মতো কাশ্মীরে বিশেষ নজর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। গত ৩ জুলাই সোপিয়ানের এক

ফলের বাগানে নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল দুই জঙ্গি জাকির ও লতিফকে। এরপরই সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে অভিযান শুরু করে যৌথবাহিনী। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৭টি গ্রাম ঘিরে ফেলে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকার একটি ফলের বাগানে নিরাপত্তাবাহিনী যেতেই শুরু হয় গোলাগুলি। জঙ্গিদের পালানোর পথ বন্ধ করে সেনা। দীর্ঘক্ষণ দুপুরের সংঘর্ষের পর অবশেষে জাকিরের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। তার সঙ্গী লতিফকে ধরতে জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান।

দেশ বিদেশ

9 July, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সমুদ্রে মার্কিন সাবমেরিনের হামলা রুখতে বড় পদক্ষেপ বেজিংয়ের। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চমকে দিয়ে এবার বিশ্বের প্রথম অ্যান্টি-টর্পেডো সিস্টেম-সহ যুদ্ধজাহাজ বানিয়ে ফেলল বেজিং। চিনা প্রযুক্তি সাড়া ফেলেছে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে

ওয়াশিংটন-তেহরান সমঝোতা ভেঙে পড়ল, ওয়াচ লিস্টে হরমুজ প্রণালীও

তেহরান ও আঙ্কারা : গত ২৪ ঘন্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে রাতভর হামলা ও পাল্টা হামলা চলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, দুই দেশের মধ্যেকার যুদ্ধবিরতি এখন শেষ। ওমান উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে তেলবাহী জাহাজে রহস্যময় ড্রোন হামলার পর থেকেই এই সংকটের সূত্রপাত হয়েছে, যার দায় আমেরিকার পক্ষ থেকে সরাসরি ইরানের ওপর চাপানো হয়। এর জবাবে ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববাজারে ইরানের তেল বিক্রির সাময়িক নিষেধাজ্ঞা মকুবের সুবিধা বাতিল করে দিয়েছে। এরপরই মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) ইরানের ৮০টিরও বেশি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়, যার প্রতিক্রিয়ায় ইরানও বাহরিন ও কুয়েতের মার্কিন ঘাঁটিতে ৮৫টি পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে এবং একটি মার্কিন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করে। নতুন করে দুই দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া এই তীব্র সামরিক সংঘাত ফের অস্থিরতা বাড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। সেইসঙ্গে এই পরিস্থিতি ভারতের জ্বালানি খাতের জন্যও অত্যন্ত সংবেদনশীল ও উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ভারতের সিংহভাগ অপরিশোধিত তেল এই রুট দিয়েই পরিবাহিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে রাতভর চলা রক্তক্ষয়ী পাল্টাপাল্টি হামলা এবং দুই দেশের যুদ্ধবিরতি ভেস্তে যাওয়ার ঘটনায় এখন বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে ভারতের বাজারে। তুরস্কের আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সমাপ্তির ঘোষণা করার পরপরই বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৫ শতাংশের বেশি লাফিয়ে বেড়েছে। ভারতের মতো একটি বৃহৎ তেল আমদানিকারক দেশের জন্য এই পরিস্থিতি নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করছে। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত

মার্কিন তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলার এবং ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ৭৫ ডলার পার হওয়ায় ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির তীব্র আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের নেতৃত্বকে 'নৃশংস', 'সহিংস' ও 'মিথ্যাবাদী' আখ্যা দিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তেহরানের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা করা কেবলই সময়ের অপচয়। অন্যদিকে, সর্বশেষ মার্কিন হামলা-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে দুই দেশের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের 'গুরুতর লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করেছেন ইরানের শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে গালিবাফ বলেন, হরমুজ প্রণালীতে ইরানের গৃহীত ব্যবস্থার লঙ্ঘন, বারবার হামলার হুমকি, ইরানের তেল খাতে আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ, দক্ষিণ ইরানে হামলা এবং লেবাননে ইজরায়েলি আগ্রাসন অব্যাহত রাখা— এসবই সমঝোতা স্মারকের লঙ্ঘন। উল্লেখযোগ্যভাবে মঙ্গলবার ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইয়ের শেষবিদায় উপলক্ষে সাতদিনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি চলার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হামলা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, এদিন তারা ইরানের ৮০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল নিশানায় হামলা চালিয়েছে। তাদের বাহিনী ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ নেটওয়ার্ক, উপকূলীয় রাডার স্থাপনা এবং জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতার ওপর এই হামলা চালায়। ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আকস্মিক হামলার জবাব হিসেবে বাহরিন ও কুয়েতে ৮৫টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে আইআরজিসি যুদ্ধবিরতির 'গুরুতর লঙ্ঘন' বলে আখ্যা দেয়। ইরানের বার্তাসংস্থা তাসনিম এই তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ দুটিতে ওই হামলা চালানোর পাশাপাশি আইআরজিসি একটি মার্কিন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন ভূপাতিত করার দাবিও করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে ইরানের সামরিক বাহিনী সতর্ক করে বলেছিল, এই পদক্ষেপের জবাবে তারা 'বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া' দেখাবে। বিবৃতিতে হরমুজ প্রণালীর ব্যবস্থাপনায় কোনও বহিরাগত হস্তক্ষেপ ইরান মেনে নেবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়। ইরানের সামরিক বাহিনী বলেছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ ও তেলবাহী ট্যাংকারের নিরাপদ চলাচলের একমাত্র পথ হল ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নির্ধারিত রুট।

প্রভাব পড়বে ভারতের বাজারে

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির এই বিপজ্জনক মোড় ভারতের জন্য দ্বিমুখী সংকটের জন্ম দিচ্ছে— একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত লাখ লাখ প্রবাসী ভারতীয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি সামাল দেওয়া। ট্রাম্পের কড়া অবস্থানের কারণে এই যুদ্ধংদেহি পরিস্থিতি সহজে শান্ত হওয়ার লক্ষণ না থাকায়, ভারতের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারকেরা এখন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প ও সতর্ক কৌশল খুঁজছেন।

দেশে একদিনেই বিনিয়োগকারীদের ৮.৫ লাখ কোটি টাকা হাওয়া হল!

নয়াদিল্লি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করার পরই বিশ্ব জুড়ে শেয়ার বাজারে বড় ধরনের ধস নেমেছে, যার সরাসরি ধাক্কায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে গত তিন মাসের মধ্যে একদিনে সবচেয়ে বড় পতন রেকর্ড করা হয়েছে। বুধবার লেনদেনের শেষ ঘণ্টায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের ওপর নতুন করে মার্কিন হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তেহরানের সঙ্গে আলোচনা কার্যত সমাপ্ত বলে ইঙ্গিত দেন। এর পরপরই ভারতের শেয়ার বাজারে ব্যাপক বিক্রির চাপ তৈরি হয়। নতুন করে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির তীব্র অবনতি এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে আর্থিক বাজারে নিরাপদ অবস্থানে ফেরার মরিয়া চেষ্টা দেখা যায়। একদিনেই ভারতের শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৮.৫০ লাখ কোটি টাকার মূলধন হারিয়েছেন, যেখানে বিএসই-নথিভুক্ত

তেলের বাজারে আগুন

কোম্পানিগুলোর মোট বাজার মূলধন আগের দিনের ৪,৮০,২০,২২৩ কোটি টাকা থেকে এক ধাক্কায় কমে ৪,৭১,৬৬,৫৪০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

ভূ-রাজনৈতিক এই চরম উত্তেজনার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রায় ৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৭৬.৭১ ডলারে পৌঁছেছে। জ্বালানির এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ভারতের মতো আমদানি-নির্ভর দেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। তীব্র এই অনিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটেছে ভারতের মূল সূচকগুলোতে; যেখানে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক সেনসেক্স ১,৬৭৭.১২ পয়েন্ট বা ২.১৫ শতাংশ ধসে ৭৬,৫০৩.৬০ পয়েন্টে গিয়ে দিন শেষ করেছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক নিফটি ৫১৬.৬৫ পয়েন্ট বা ২.১২ শতাংশ হারিয়ে ২৩,৮৮২.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বাজারের এই ধস ছিল সর্বমুখী, যার ফলে প্রতিটি সেক্টরাল ইনডেক্সই লাল সংকেত নিয়ে বন্ধ হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি লোকসানের মুখে পড়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর শেয়ার। এই অস্থিরতার জেরে ভারতের বাজারের ভীতি পরিমাপক সূচক 'ইন্ডিয়া ভিআইএক্স' এক লাফে ২৬ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেছে, যা বাজারে তীব্র ওঠানামার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের মন্তব্য ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়ায় বিনিয়োগকারীরা তড়িঘড়ি করে শেয়ার বাজার থেকে নিজেদের পুঁজি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কালো দিন, দাঁড়িয়ে দেখল পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

ওপরেই চলে বেপরোয়া হামলা। বাদ যাননি মহিলারাও। তাঁদেরও চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের কিছু মানুষকে মিছিলে ঢুকিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত অসভ্যতা করা হয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাফ থাকলেও তাঁরা কার্যত দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। হাজরা মোড়ে মঞ্চ বেঁধে গোটা এলাকা জুড়ে মাইক চালিয়ে টানা তৃণমূল-বিরোধী গান বাজানো হয়। অথচ এই মিছিলকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, কোনও মাইক ব্যবহার করা যাবে না! রাস্তার একপাশ দিয়ে মিছিল যাবে। কিন্তু বিজেপি কয়েক ঘণ্টা ধরে মাইক চালিয়ে রাস্তা অবরুদ্ধ করে হামলা-তাণ্ডব চালিয়ে সবটা তছনছ করে দিল কিন্তু পুলিশ আহতদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনও কাজ করেনি। এমনকী যারা রাস্তার মাঝে এই হামলা-তাণ্ডব চালাল তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরে থাক, তাদের 'বাবা-বাছা' করে অনুরোধের ভঙ্গিতে সবটা করতে থাকে। আহতরা হাজরা মোড় থেকে কোনওক্রমে গিয়ে পৌঁছন কালীঘাটে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে। হামলার খবর পেয়ে নেত্রী বাড়ি থেকে বেরোনোর উদ্যোগ নিতেই তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন নেত্রী। ধিক্কার জানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। নেত্রীর বাড়িতে ছুটে যান তিনি। কথা বলেন সকলের সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আহত ছাত্র-যুব মহিলাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিজেপির গুন্ডারা এই হামলা চালাল তাতে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কি না দল ভেবে দেখছে, জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ।

কোর্টে গিয়ে বিচার চাইব : নেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

সেই মিছিলে ভাড়াটে গুন্ডা ও লুম্পেনদের নিয়ে হামলা করেছে বিজেপি। কোর্ট অনুমতি দিয়েছিল হ্যান্ড মাইকের। সেই হ্যান্ড মাইকও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে ডিজে বাজিয়েছে বিজেপি। সকাল থেকে তাণ্ডব করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ, মেয়েদের গায়ে খুব খারাপভাবে হাত দিয়েছে। আমি তাদের উদ্ধার করার জন্য গেটের বাইরে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছি প্রত্যেকের মাথায় রক্ত। মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে। ছেলেদেরও মারা হয়েছে। এই পরিবর্তন কি বাংলার মানুষ চেয়েছিল? আমরা বলি শান্তি, স্বস্তি আসুক, অত্যাচার, ধর্ষণ কমুক। আমাদের কোর্টে গিয়ে অনুমতি নিতে হচ্ছে। আমার বাড়ির সামনে নজরদারি চলছে, বাইকবাহিনী তাণ্ডব চালিয়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন কীভাবে মিছিলে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। তাও মিছিল করেছে ওরা। দলনেত্রী আরও বলেন, যারা রামের প্রণামী-বাক্সের টাকা চুরি করে খায়, তাদের লজ্জা করে না! আমরা বিজেপিকে ধিক্কার জানাই। রাজ্যের পুলিশ মানুষকে প্রোটেকশন দিতে পারে না। কাল বারুইপুরে প্রতিবাদীদের ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্গাপুরে ধর্ষণ হয়েছে। বর্ধমানে, ভগবানপুরে, পটাশপুরে, কোচবিহারে, বেহালা, মালদহে ধর্ষণ হয়েছে। সারা বাংলা জুড়ে ৬০ দিনের মধ্যে ১৪ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। বাংলায় আজ নারী সুরক্ষা তলানিতে। পুলিশের ভূমিকাও নিন্দনীয়। তারা বিজেপির মণ্ডল সভাপতিদের ভূমিকা পালন করছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রামের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান বেলপাহাড়ি। এখানে রয়েছে ঢাঙ্গিকুসুম, ঘাঘরা ওয়াটার ফলস, লাল জল গুহা, তারাফেনি ড্যাম-সহ বেশ কিছু দেখার মতো জায়গা।

খুটাঘাট বাঁধ

ঘুরে আসুন বিলাসপুর

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ইতিহাসের জন্য পরিচিত। এখানে পর্যটন আকর্ষণের কোনও কমতি নেই। ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছত্তিশগড়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ইতিহাসের জন্য পরিচিত। সেই কারণেই রাজ্যটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ছত্তিশগড়ের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিলাসপুর। রাজ্যের অন্যতম বড় শহর। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। এশিয়ার বৃহত্তম হাইকোর্টেরও আবাসস্থল। বিশ্বাস করা হয় যে, 'বিলাসা' নামের এক জেলে নারীর নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়েছে। বলা হয় যে, সেই সময় রতনপুর ছিল স্থানীয় রাজ্যের রাজধানী এবং আজকের বিলাসপুর ছিল আরপা নদীর তীরে একটি ছোট বসতি মাত্র। লোককথা অনুসারে, রাজা তাঁর রাজ্যের এই অংশে বসবাসকারী স্থানীয় জেলে রমণী বিলাসার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিলাসা রাজার প্রতি আকৃষ্ট হননি এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। রাজার অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বাঁচতে তিনি আত্মাহুতি দেন। সেই দিন থেকে এই স্থানটি 'বিলাসা কি নগরী' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে এই নামই বিলাসপুর হয়। আজকের বিলাসপুর শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছিল। বিলাসপুরকে একটি প্রধান স্টেশন হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটা অন্যতম বিভাগীয় সদর দফতরে পরিণত হয়।

উৎকৃষ্ট মানের চাল এবং উন্নত মানের কোসা রেশমের জন্যও পরিচিত বিলাসপুর। 'ভারতের ধানের ভাণ্ডার' হিসেবে ছত্তিশগড়ের যে জনপ্রিয়তা, তার কৃতিত্ব এই শহরকেই দেওয়া যায়। এখানে অসংখ্য ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। এখানে পর্যটন আকর্ষণের কোনও কমতি নেই। চমৎকার জায়গাটি ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে হতাশ হবেন না। কোন কোন জায়গায় ঘুরে দেখবেন, দেখে নিন।

অবশ্যই ঘুরে দেখবেন তালা গ্রামের দেবরানি-জেঠানি মন্দির। কিংবদন্তি অনুসারে, এই মন্দির দুটি দুই রাজভাইয়ের স্ত্রীদের জন্য নির্মিত। বর্তমানে প্রাচীন মন্দির দুটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যা একে অপরের থেকে কয়েক মিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে জেঠানি মন্দিরটি রয়েছে জীর্ণ অবস্থায়। কাঠামোহীন হয়ে পড়েছে। যে পাথর ও ভাস্কর্যগুলো একসময় মন্দিরকে শক্তি ও নান্দনিকতা দিয়েছিল, সেগুলো এখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দেবরানি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরটি মূল মন্দিরে যাওয়ার সিঁড়ি-সহ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো তৎকালীন স্থাপত্যের জাঁকজমক সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

বিলাসপুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মালহার একসময় ছিল ছত্তিশগড়ের রাজধানী। এই স্থানটি এখন তার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে পাতালেশ্বর কেদার মন্দির। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। তখন থেকে এর ধর্মীয় তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ এতটুকুও কমেনি। এটা ভগবান শিবকে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ গোমুখী শিবলিঙ্গ।

প্রাচীন মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়াও বিলাসপুরে রয়েছে চমৎকার প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য। নাম আচানাকমার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। জায়গাটি ঘন সবুজ দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঘেরা, যা অনন্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল। এখানে চিতাবাঘ, বেঙ্গল টাইগার, হাতি এবং বুনো বাইসনের মতো বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিতল, ডোরাকাটা হায়না, স্লথ বিয়ার, সাম্বার হরিণ, নীলগাই, ভারতীয় চার শিংওয়ালা অ্যান্টিলোপ এবং চিঙ্কারা। এটা কানহা-আচানাকমার করিডোরের সঙ্গে সংযুক্ত, যা মধ্যপ্রদেশের কানহা বাঘ সংরক্ষণাগারের একটি অংশ।

বিলাসপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রতনপুর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের জন্য পরিচিত। এটা বহু রাজবংশের উত্থান-পতনের সাক্ষী। রতনপুরে প্রবেশ করামাত্রই হাইহাই রাজবংশের বাবা ভৈরবনাথ ক্ষেত্রপাল সিং-এর নয় ফুট উঁচু একটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আছে কয়েকটি মন্দির। রতনপুরে একটি প্রাচীন দুর্গ রয়েছে, যা ঘুরে দেখার মতো বেশ আকর্ষণীয়। এর চমৎকার তোরণগুলো প্রাচীন পাথরের ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত।

মারাঠি রাজা শিবাজি রাও ভোঁসলে রতনপুরে রাম টেকরি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই চমৎকার মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এর চারপাশ ঘন সবুজে ঘেরা। রতনপুর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং মোটরযান চলাচলের উপযোগী রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। এখানে ভগবান রাম, সীতা এবং হনুমানের আকর্ষণীয় গ্রানাইট মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও, এই মন্দিরে রয়েছে বিষ্ণু এবং কাল ভৈরবের মতো অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর চিত্তাকর্ষক মূর্তিও। যেহেতু এই মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, তাই এখান থেকে চারপাশের মনোরম প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। স্মরণীয় ছবি তোলার জন্যও এটি একটি উপযুক্ত স্থান।

রতনপুরের দুর্গ

পাতালেশ্বর কেদার মন্দির

আচানাকমার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

দেবরানি-জেঠানি মন্দির

বিলাসপুরের খুটাঘাট বাঁধ এক অসাধারণ প্রকৌশলগত বিস্ময়। ১৯৬১ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর থেকে মানব উদ্ভাবনী শক্তির এক জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। জলের অভাব মোকাবিলা এবং সেচ ব্যবস্থায় সহায়তা করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত এই বাঁধটি এই অঞ্চলের জন্য এক অপরিহার্য জীবনরেখা হয়ে উঠেছে। খারুন নদীর উপর সগৌরবে বিস্তৃত এই বাঁধটি কেবল তার কার্যকরী উদ্দেশ্যই পূরণ করে না, বরং এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যও উপহার দেয়।

কীভাবে যাবেন?

দেশের প্রধান শহরগুলোর সঙ্গে বিলাসপুর সংযুক্ত। ট্রেন আছে হাওড়া স্টেশন থেকেও। আকাশপথে গেলে নামতে হবে বিলাসপুরের বিলাস দেবী কেবত বিমানবন্দরে।

কোথায় থাকবেন?

বিলাসপুরে আছে বেশকিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস। ফলে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হবে না। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভালো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

ছবিতে বিশ্বকাপ

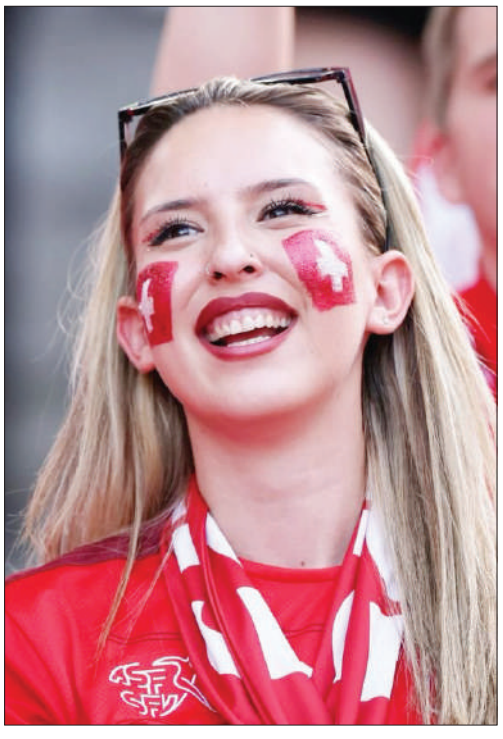

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

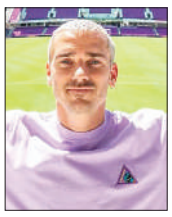

মেজর সকার লিগের ক্লাব অরল্যান্ডো সিটিতে যোগ দিলেন আতোঁয়া গ্রিজম্যান

মাঠে ময়দানে

9 July, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৯ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

রোনাল্ডোর লেগাসি থেকে যাবে মেসি অতিমানব, মুগ্ধ অঁরি

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : তাঁর একসময়ের বার্সেলোনা সতীর্থ মানুষ নন। বলে দিলেন থিয়েরি অঁরি। মিশর ম্যাচের পর তাঁকে কাঁদতে দেখে প্রাক্তন ফরসি তারকা বলেছেন, দল মেসির কাছে ক'টা গুরুত্বপূর্ণ এটাই তার প্রমাণ। আমি ওর সঙ্গে খেলেছি। একসঙ্গে ট্রেনিং করেছি। প্র্যাকটিসে ওকে থামানো যেত না। আমি জিদান, রোনাল্ডিনহোর মতো গ্রেটদের সঙ্গে খেলেছি। কিন্তু মেসির গোল দেখে বলতে বাধ্য হয়েছি, আহা, কী দেখলাম! মেসি সত্যিই অসাধারণ।

এদিকে, বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আর কিছু প্রমাণ করার ছিল না বলে জানিয়েছেন অঁরি। বরং তাঁর লেগাসি এক জায়গায় থেকে যাবে। কেউ ছুঁতে পারবে না। বলছেন অঁরি। শেষ ১৬-র ম্যাচে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে পর্তুগাল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। হারের পর রোনাল্ডোও ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন। অঁরি বলেছেন, রোনাল্ডোর পেশাদারিত্ব, দীর্ঘ সময় ধরে কেরিয়ার ধরে রেখে তিনি বাকিদের প্রেরণা

যুগিয়েছেন। তাঁর কথায়, রোনাল্ডোর লেগাসি নিয়ে কিছু বলারই দরকার নেই। ওকে কেউ ছুঁতে পারবে না। এরপর ও যা-ই করবে, আমার সমর্থন থাকবে। আশা করব ও এক হাজার গোল করবে। যেভাবে রোনাল্ডো খেলে, যেভাবে ম্যাচের জন্য নিজেকে তৈরি করে তাতে অনেক উঠতি ফুটবলারই ওকে আদর্শ করেছে। ওকে একবার দেখুন। সবার কাছে রোনাল্ডো হল উদাহরণ।

বিশ্বকাপে মোট ২৭টি ম্যাচ খেলেছেন রোনাল্ডো। সংখ্যার দিক থেকে তিনি দ্বিতীয়। গোল করেছেন ১১টি। এবার পাঁচ ম্যাচে তিনি ৩টি গোল করেন। নক আউটে সবথেকে বয়স্ক ফুটবলার হিসাবে গোল করেছেন। কিন্তু ছ'বার বিশ্বকাপে খেলেও কাপ হাতে তোলা হয়নি!

সৌরভ ৫৪, প্রাপ্তি হল অফ ফেম

সৌরভকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সিএবি কর্মীদের। বুধবার। —সিএবি চিত্র

প্রতিবেদন : বুধবার ৫৪তম জন্মদিন পালন করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর জন্মদিনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক পেলেন বড় উপহার। এবার সৌরভ জায়গা করে নিলেন আইসিসি-র হল অফ ফেমে।

এর ফলে সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব এবং শচীন তেণ্ডুলকরের মতো কিংবদন্তীদের পাশে জায়গা করে নিলেন সৌরভ। জানা গিয়েছে, আইসিসির তরফে সৌরভকে ইতিমধ্যেই এই সম্মানের কথা জানানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে ১১ জুলাই। প্রসঙ্গত, ১২তম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের হল অফ ফেমে স্থান পাচ্ছেন সৌরভ। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

সৌরভের নেতৃত্বে ২০০১ সালে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জেতে ভারত। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপেও সৌরভের নেতৃত্বে ভারত ফাইনালে ওঠে, যা ১৯৮৩ সালের পর দলের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল ছিল। ৪৯টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে ২১টিতে জয় এনে দেন সৌরভ। তাঁর নেতৃত্বে ভারত বিদেশের মাটিতেও সফল ছিল।

আজ সিরিজ রক্ষার ম্যাচ

ব্রিস্টল, ৮ জুলাই : ১২৫ রানে হারলে একজন অধিনায়ক যা বলতে পারেন, শ্রেয়স আইয়ারের মুখে সেটাই শোনা গেল তৃতীয় ম্যাচের পর। তিনি বললেন জঘন্য ব্যাটিং। যা মেনে নেওয়া যায় না। ২-০ পিছিয়ে থেকে অধিনায়ক এখনই সবাইকে ড্রয়িং বোর্ডে ফিরতে বলেছেন। আলোচনা হবে কোথায় ভুল হচ্ছে। কিন্তু সময় আর হাতে বেশি নেই। বৃহস্পতিবারও চতুর্থ ম্যাচ। ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ বলতে বাকি এই দুই ম্যাচ। যা জিতলে বড়জোর ড্র হতে পারে। সিরিজ জয়ের সুযোগ নেই।

আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে ইংল্যান্ডে এসেছেন শ্রেয়সরা। কিন্তু মাত্র ক'মাস আগে বিশ্বকাপ জেতা দলের এমন কি হল যে ৭৫ অল আউট হয়ে যাচ্ছে! সূর্যকুমার যাদবকে সরিয়ে অধিনায়ক করা হয়েছে শ্রেয়সকে। কিন্তু দলের এই ট্র্যানজিশন এখনও পর্যন্ত ফল দেয়নি। শ্রেয়স হারের পর বলেছেন, আমরা খুব খারাপ খেলেছি। এত বিশাল ব্যাবধানে হার মেনে নেওয়া যায় না। প্রথম কথা হল এই ব্যার্থতাকে মেনে নিয়ে খুঁজতে হবে কোথায় ভুল করেছি। ট্রেন্ট ব্রিজে ২০০ রানের উইকেট ছিল না। কিন্তু আমরা জঘন্য ব্যাট করেছি। পাওয়ার প্লে-তে চার উইকেট হারিয়ে বসেছিলাম। তখনই ম্যাচ আমরা হেরে গিয়েছিলাম।

এত বড় টার্গেট সামনে থাকলে যেভাবে ব্যাট করতে হয় ভারত সেটা পারেনি। ইনিংসের ছয় ওভারের মধ্যে এতগুলো উইকেট চলে গেলে ম্যাচের আর কী থাকে! বৃহস্পতিবার সিরিজের চতুর্থ টি ২০ ম্যাচ। শ্রেয়স বলেছেন, আগে কী হয়েছে আর ভেবে লাভ নেই। আমাদের এখন মোমেন্টাম তৈরি করতে হবে। জয়ের রাস্তা খুঁজতে হবে। ট্রেন্ট ব্রিজে জোফ্রা আর্চার ও জস টাঙ্গ

জোফ্রাই এখন আতঙ্ক ভারতীয় ব্যাটারদের।

ভারতীয় ব্যাটিংকে শেষ করেছেন। আর্চার ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিন উইকেট নিয়ে। টাঙ্গ নিয়েছেন চারটি উইকেট। তার আগে ফিল সল্ট ৭০ নট আউট ছিলেন। তাঁর জন্যই ইংল্যান্ড দুশো রান পার করেছে। ২০০৮-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭৪ রানে ইনিংস শেষ করেছিল ভারত। টি ২০-তে এই ৭৫ হল দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ ম্যাচ হবে ব্রিস্টল কাউন্টি গ্রাউন্ডে। ভারতীয় সময় রাত দশটায় শুরু হবে এই ম্যাচ। চতুর্থ ম্যাচ জিততে পারলে শ্রেয়সরা তাও সিরিজে টিকে থাকবেন, হারলে সিরিজ হাতছাড়া হবে।

শেষ চারে জকোভিচ

লন্ডন, ৮ জুলাই : কানাডার ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমকে হারিয়ে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচ। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকা এবার খেলবেন বিশ্বের এক নম্বর তথা গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনারের বিরুদ্ধে। আলিয়াসিমের বিরুদ্ধে জিততে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে জকোভিচকে। পাঁচ সেটের ম্যারাথন ম্যাচ গড়িয়েছিলেন ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট! যা উইম্বলডনের ইতিহাসে দীর্ঘতম কোয়ার্টার ফাইনাল। শেষ পর্যন্ত ৭-৬ (১২/১০), ৩-৬, ৬-৩, ৬-৭ (৪/৭), ৭-৬ (১০/৪) ফলে জয় ছিনিয়ে নেন জকোভিচ। শুক্রবার সিনারের বিরুদ্ধে সেন্টার কোর্টে সেমিফাইনাল খেলতে নামবেন সার্ব তারকা। ম্যাচের পর তৃপ্ত জকোভিচ বলেন, হৃদয় দিয়ে খেলে জিতেছি। কী ভাবে এই ধরনের ম্যাচের প্রচণ্ড চাপ সামলাতে হয়, সেটা এত দিনে শিখে গিয়েছি। শেষের দিকে যে কেউ জিততে পারত।

ডায়মন্ড হারবারকে নিয়েই আইএসএল

প্রতিবেদন : আসন্ন মরশুম থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ফিরছে আসল ফরম্যাটে। হোম-অ্যাওয়ে এবং নক আউট পর্বে হবে প্রতিযোগিতা। বুধবার দিল্লিতে এআইএফএফ এবং ক্লাব জোটের প্রতিনিধিরা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিলেন, আগামী চার বছর ক্লাব জোটই চালাবে আইএসএল। তবে দু'বছর পর ক্লাবেরা চাইলে আয়োজক স্বত্ব ছেড়েও দিতে পারে। ক্লাবের বাণিজ্যিক স্বত্বও থাকবে ক্লাবদের হাতে। টিভি স্বত্বের জন্য টেন্ডার ডাকবে ক্লাব জোট। ৪ সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু আইএসএল।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ক্লাবগুলিকে লিগে অংশগ্রহণের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ডায়মন্ড হারবার আইএসএলে খেলবে কি না? তবে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, তাঁরা ডায়মন্ড হারবারকে ধরেই এগোচ্ছেন।

আইএসএল পরিচালনার জন্য ফেডারেশনের সঙ্গে ক্লাবগুলির চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। ঠিক হয়েছে, এআইএফএফ লিগের মুনাফার ১০ শতাংশ পাবে এবং সেইসঙ্গে আর্থিক হিসাব রক্ষার অধিকারও থাকবে তাদের হাতে। প্রথম বছর অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাব ব্যয় করবে ১.১ কোটি টাকা। দু'টি কিস্তিতে ৫৫ লক্ষ টাকা করে দেবে ক্লাবগুলি। ক্লাব ও ফেডারেশনের মধ্যে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ওসিআই কোটার ফুটবলারদের বিদেশি হিসেবেই গণ্য করা হবে। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্লেয়ার সই করানো বাধ্যতামূলক নয়। বরং ঐচ্ছিক। আগের মতোই ছ'জন বিদেশি সই করানো যাবে এবং চার জনকে একাদশে রাখা যাবে।

ইস্টবেঙ্গলে রোহিত : দু'বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন ভারতীয় মিডফিল্ডার রোহিত কুমার। বৃহস্পতিবার থেকে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই শুরু হচ্ছে প্রস্তুতি।

মাঠে ময়দানে
9 July, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংল্যান্ড ফাইনালে খেলবে। আগেই ঘোষণা করে দিলেন হ্যারি কেনদের ভক্ত ব্রিটিশ গায়ক এড শিরান

পাঁচ রেফারিই আর্জেন্টিনার, বিতর্ক তুঙ্গে

মরক্কোর বিরুদ্ধে দলগত ফুটবলই অস্ত্র ফরাসিদের

বোস্টন, ৮ জুলাই : বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত দেড়টায় চলতি বিশ্বকাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি ফ্রান্স ও মরক্কো। চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মরক্কোর। এবার শেষ আটেই আশরফ হাকিমিদের সামনে কিলিয়ান এমবাপেরা। ফর্মে থাকা ফরাসিদের সমীহ করলেও ভয় পাচ্ছে না মরক্কো।

এদিকে, আফ্রিকান নেশনস কাপজয়ীদের হালকাভাবে নিচ্ছেন না দিদিয়ের দেশঁ। দারুণ ফর্মে রয়েছেন এমবাপে। বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই সাতটি গোল করে ফেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। যদিও দেশঁ ভরসা রাখছেন দলগত ফুটবলে। ফরাসি কোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন, মরক্কোর বিরুদ্ধে জেতার জন্য বাকি ফুটবলারদেরও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। দেশঁর জন্য খুশির খবর, উসমান ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে, ব্র্যাডলি বার্কোলারাও দারুণ ছন্দে রয়েছেন।

অন্যদিকে, পাল্টা তাল ঠুকছেন মরক্কো কোচ মহম্মদ ওয়াহাবি। তিনি বলছেন, ফ্রান্স দুর্দান্ত দল। তবে আমরাও তৈরি। চার বছর আগে কাতারে সেমিফাইনাল খেলেছিলাম। এবার আমাদের লক্ষ্য আরও উঁচুতে। আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছি।

এদিকে, মাঠে বল গড়ানোর আগেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফ্রান্স বনাম মরক্কো ম্যাচে প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন আর্জেন্টিনার ফাকুন্দো তেলো। তেলোর দুই সহকারী রেফারি পাবলো বেলাত্তি ও গ্যাব্রিয়েল চাদেও আর্জেন্টিনার। চতুর্থ রেফারি দারিও এরেরা, রিজার্ভ সহকারী ক্রিস্তিয়ান নাভারো, ভিএআর দলের সদস্যরাও একই দেশের!

ফরাসি সংবাদমাধ্যমও ফিফার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সুর চড়িয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেমিফাইনালে দেখা হতে পারে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার। তাই মেসিদের পথের কাঁটা ফ্রান্সকে আগেই বিদায় করার ছক তৈরি। এক ফরাসি ফুটবলপ্রেমী সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, ফিফা বরং মেসিকেই এই ম্যাচের রেফারি করে দিক!

প্রসঙ্গত, আর্জেন্টিনার রেফারি তেলোর আবার কার্ড দেখানোর জন্য 'সুখ্যাতি' রয়েছে। ২০২২ সালের বোকা জুনিয়র্স ও রেসিং ক্লাবের ম্যাচে তিনি রেকর্ড ১০টি লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন। চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগাল-মরক্কো ম্যাচে মরক্কোর ওয়ালিদ চেদ্দিরাকে লাল কার্ড দেখিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তেলো।

ডেম্বেলের সঙ্গে খোশমেজাজে এমবাপে। (ডানদিকে) মরক্কোর ভরসা হাকিমি।

ম্যাচের পর রেফারিকে ঘিরে ক্ষোভ সালাহদের। আটলান্টায়।

হয় দু'টিই ফাউল বা কোনওটিই নয়

দাবি মোরিনহো, শিয়ারারের

লন্ডন, ৮ জুলাই : আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা পরেও বিতর্কিত রেফারিং নিয়ে চর্চা অব্যাহত। আর্সেনাল কিংবদন্তি ইয়ান রাইট, লিভারপুলের প্রাক্তন তারকা ডিফেন্ডার জেমি ক্যারাঘার, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান শিয়ারার ভিএআর-এর সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হোসে মোরিনহোর মতে, ফাউল আগেই দেখা উচিত। আক্রমণ শেষে গোল হয়ে যাওয়ার পর তা বাতিল করাটা দিনে ডাকাতির শামিল। রাইটের দাবি, মিশরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়সূচক তৃতীয় গোল বাতিল করা উচিত ছিল। কারণ? গোলের আক্রমণ শুরুর সময় মহম্মদ সালাহকে ফাউল করা হয়েছিল। তার আগে মিশরের জিকোর গোল বাতিল করা হয়েছিল আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজের ফাউলের ঘটনা ধরা পড়ায়। রাইট বলেছেন, যদি আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে ফাউলের জন্য আগের ঘটনা টেনে এনে গোল বাতিল করা হয়, তাহলে এনজো ফার্নান্ডেজের গোলের আগে সালাহর ঘটনার ক্ষেত্রেও আপনাকে আগের ঘটনা টেনে দেখতে হবে। সামান্য হলেও সালাহকে আঘাত করা হয়েছে। অ্যালান শিয়ারার সরাসরি বলেই দিয়েছেন, হয় দু'টিই ফাউল, নয়তো কোনওটিই নয়। হয় দুটোই গোল, নয়তো কোনওটিই নয়। লিভারপুলের প্রাক্তনী ক্যারাঘার বলছেন, আর্জেন্টিনা না থেকে মিশরের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনও দল খেলত, তাহলে জিকোর গোলটি বাতিল হত না। পরে মিশর একটি পেনাল্টিও পেতে পারত।

বিশ্বকাপে আজ

প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল
ফ্রান্স বনাম মরক্কো
(রাত ১.৩০, বোস্টন)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

কোয়ার্টার ফাইনালে সুইসদের সামনে আর্জেন্টিনা

সুইজারল্যান্ড ০ (৪) কলম্বিয়া ০ (৩)

ভ্যাঙ্কুভার, ৮ জুলাই : ৭২ বছর পর ফের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ড! কলম্বিয়াকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে এবার মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি সুইসরা। প্রসঙ্গত, সুইজারল্যান্ড শেষবার বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছেছিল ১৯৫৪ সালে।

নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত সময়ে কলম্বিয়া দাপট দেখালেও, সুইদের জমাট রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি। অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন কলম্বিয়ান ফুটবলাররা। ম্যাচের ৯৩ মিনিটে কলম্বিয়ার জোরালো পেনাল্টির আবেদন নাকচ করেন রেফারি। ৯৯ মিনিটে লুকুমার হেড বারে লেগে প্রতিহত হয়।

দুরন্ত খেলেছেন সুইস গোলকিপার গ্রেগর কোবেল। কলম্বিয়ান ফয়োরার্ডদের সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ম্যাচ টাইব্রেকারে টেনে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব কোবেলের। সেখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে জয় এনে দেন সুইস গোলকিপার। পেনাল্টি শুটআউটে সুইজারল্যান্ডের গ্রানিট জাকা, জেকি আমদৌনি, সেড্রিক ইটেন, রুবেন ভার্গাস গোল করেন। মিস করেন ম্যানুয়েল আকাঞ্জি। অন্যদিকে কলম্বিয়ার দাভিদসন স্যাঞ্চেজের শট বারে লেগে ফিরে আসে। এরপর চুচো হার্নান্দেজের শট সেভ করেন কোবেল। জুয়ান কুইন্তেরো, জামিনটন কাম্পাজ, লুইস দিয়াজ গোল করলেও কলম্বিয়ার হার আটকাতে পারেননি। কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের সামনে আর্জেন্টিনা। রবিবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ছ'টায় ম্যাচ। ২০১৪ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল। সেবার ১১৮ মিনিটের গোলে আর্জেন্টিনাকে জেতান অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়া।

টাইব্রেকারে সুইসদের জয়সূচক গোল করছেন ভার্গাস। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা ৯ বছর কোচিং করানোর পর ক্রোয়েশিয়ার দায়িত্ব ছাড়লেন জ্লাটকো দালিচ

মাঠে ময়দানে
9 July, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
৯ জুলাই ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ভাবছিলাম আমি দলকে ডুবিয়েছি

পেনাল্টি মিস প্রসঙ্গে অকপট মেসি

গোলের উচ্ছ্বাস মেসির, স্বস্তি ফিরল আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যেও।

আটলান্টা, ৮ জুলাই : নেইমার দ্য সিলভা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা কেঁদেছিলেন বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে। কিন্তু মিশরের বিরুদ্ধে অসাধারণ প্রত্যাবর্তনে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পরেও, মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন লিওনেল মেসি!

ম্যাচের ১৯ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেছিলেন মেসি। পরে অবশ্য ৮৩ মিনিটে মেসির গোলেই ২-২ করেছিল আর্জেন্টিনা। খেলা শেষ হওয়ার পর, মিক্সড জোনে মেসি বলেন, এই ম্যাচটা জিতে অসম্ভব তৃপ্তি পেয়েছি। তাই ম্যাচের পর আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। আসলে পেনাল্টি মিস করে নিজের উপরেই প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলকে ডুবিয়েছি। তবে দিনের শেষে ঈশ্বর আমার জন্য ভাল কিছুই লিখে গিয়েছিলেন। সমতা ফেরানোর গোলটা আমি করেছি। তাতে এতটা শান্তি পেয়েছি, খুশি হয়েছি যে প্রকাশ করার ভাষা নেই।

মেসি আরও বলেন, যদি পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারতাম তা হলে খেলাটা অন্য দিকে মোড় নিত। কারণ, তার আগে আমরা ভাল খেলছিলাম। এমনকী ওরা গোল করার পরেও। দুর্দান্ত কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলাম। যেমন আলেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টার বা জুলিয়ান আলভারেজের ক্ষেত্রে। কিন্তু ওদের গোলকিপার গোললাইন থেকে সেভ করেছে। যোগ্য দল হিসাবেই আমরা জিতেছি। আমি খুব খুশি। ম্যাচ হেরে রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মিশর। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেসির বক্তব্য, সত্যি বলতে কী, অসাধারণ রেফারিং হয়েছে। প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তই নিখুঁত ছিল। আপনারাই বলুন কোন সিদ্ধান্ত রেফারি ভুল নিয়েছেন? প্রতিটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি খুশি।

এদিকে, মিশরের কোচ হোসেম হাসানকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে মেসির বিরুদ্ধে! আর্জেন্টিনা তৃতীয় গোল করার পর মিশরের ডাগআউটের কাছে গিয়ে হাসানের সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন মেসি। এর পরেই দুই হাত দু'দিকে নিয়ে গিয়ে ইংরেজি অক্ষর 'এক্স'-এর ইঙ্গিত করেন হাসান। খেলাধুলোয় এই ইঙ্গিত করা হয় বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধিতা বোঝাতে। অর্থাৎ কেউ বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করলে তা বোঝাতে এই চিহ্ন দেখানো হয়।

অন্যদিকে, দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও দল যেভাবে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, তাতে তৃপ্ত লিওনেল স্কালোনি। তাঁর মতে, কঠিন পরিস্থিতিতে কী ভাবে জিততে হয় তা শিখিয়েছে মিশর ম্যাচ। দলের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাসে খুশি মেসিদের কোচ বলছেন, সমর্থকেরা আমাদের খেলা দেখে খুশি হয়নি জানি। কিন্তু আমরা খারাপ ম্যাচ খেলিনি। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যই তো কোচ হয়েছি! আমরা দেখিয়েছি, কঠিন পরিস্থিতিতেও কী ভাবে লড়তে পারি। লড়াই না করলে আজ ছিটকেই যেতাম।

স্কালোনি আরও বলেছেন, কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে আমরা বরং খারাপ খেলেছিলাম। এই ম্যাচে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পরেও জানতাম, ম্যাচটা ঠিক বের করে নেবো। মেসির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্কালোনির বক্তব্য, লিও দলের কাছে অনুপ্রেরণা। পেনাল্টি নষ্ট করার পরেও সব সময় বল চাইছিল, যাতে এগিয়ে গিয়ে গোল করতে পারে। আর আমি তো সব সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। মাঝেমাঝে চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে আসে। আজও সাজঘরে কেঁদেছি।

রেফারিং নিয়ে ফিফায় অভিযোগ মিশরের

আটলান্টা, ৮ জুলাই : আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মিশরকে। আটলান্টায় শেষ ষোলোর নাটকীয় ম্যাচে ২-৩ গোলে হেরেছে তারা। ম্যাচ শেষে রেফারি ও ফিফার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছেন মিশরের কোচ এবং ফুটবলাররা। পরে রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছে মিশর ফুটবল সংস্থা। ফিফার কাছে এই ম্যাচের রেফারি ও ম্যাচ অফিসিয়ালদের টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে মিশর। বিতর্কের সূত্রপাত ৬২ মিনিটে জিকোর বাতিল হওয়া গোল নিয়ে। আক্রমণ গড়ে ওঠার সময় আর্জেন্টিনার লিসান্দ্র মার্টিনেজকে ফাউলের ঘটনা ধরা পড়ায় ভিএআরের পরামর্শে গোলটি বাতিল করেন রেফারি। মিশরের দাবি সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। এরপর ফার্নান্ডেজের জয়সূচক গোলের আক্রমণ শুরুর সময় ফাউলের দাবি তুলেছিলেন মিশর। কিন্তু এবার রেফারি বা ভিএআর কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। অভিযোগ, একই ধরনের দু'টি ঘটনায় রেফারির ভিন্ন সিদ্ধান্ত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া আরও দু'টি ক্ষেত্রে মিশরের দাবি মেনে ভিএআর পরীক্ষার আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ক্ষোভে ফুটছে মিশর। কোচ হোসেম হাসানের বিস্ফোরক অভিযোগ, মেসিকে বিশ্বকাপে টিকিয়ে রাখতেই আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। রেফারি চাননি, মিশর ম্যাচ জিতুক। ম্যাচটা চুরি করা হয়েছে। পেনাল্টি বাতিল করা হল। ভার-ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। অথচ সবাই দেখলাম, কীভাবে পিছন থেকে জার্সি ধরে টানা হয়েছে। ক্ষিপ্ত মিশরের ফুটবলার জিকোর অভিযোগ, রেফারি আর্জেন্টিনার পক্ষ নিয়েছিলেন। ম্যাচটি 'ফিক্সড' ছিল। আর্জেন্টিনাকে আর একটি বিশ্বকাপ জয়ের আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।

নাচ-গানের সঙ্গী 'ফকল্যান্ড'

আটলান্টা, ৮ জুলাই : কাপ জেতা হয়নি, কিন্তু সেলিব্রেশন জমিয়ে হল আর্জন্টিনা ড্রেসিংরুমে। ০-২ পিছিয়ে থেকে জয়। ফলে এটা খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু উৎসবের আবহে ফিরে এসেছে সেই ফকল্যান্ড। ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল আর্জন্টিনা ও ইংল্যান্ড। কার দখলে থাকবে ছোট্ট দ্বীপ। প্রসঙ্গটা ফিরে এল যেহেতু সেমিফাইনালে আর্জন্টিনা-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জন্টিনা খেলবে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে নরওয়ের। দুটো দলই জিতলে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এই দুই দেশ। ফলে ৪২ বছরের পুরনো ক্ষত আবার জেগে উঠেছে আর্জন্টিনা শিবিরে।

৯০০ লোক মারা গিয়েছিলেন এই যুদ্ধে। আর্জন্টেনীয় ফুটবলাররা জয়ের উৎসবে গানের তালে-সুরে ফকল্যান্ডকে টেনে এনেছেন। এর সঙ্গে ১৯৯৪-এর এক ঘটনার বদলার কথাও এসেছে জয়ের উৎসবে। ৩২ বছর আগে আমেরিকা বিশ্বকাপে ড্রাগ টেস্টে ফেল করায় ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল দিয়েগো মারাদোনাকে। এই যন্ত্রণা আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন ভক্তরা।

খেলার পর আর্জন্টেনীয় ফুটবলারদের উৎসবের ভিডিও প্রকাশ করেছে সে-দেশের ফুটবল ফেডারেশন। তাতে গান ও চিৎকারের সঙ্গে ফুটবলারদের নাচ দেখা গিয়েছে। কখনও জার্সি খুলে হাওয়ায় উড়িয়েছেন তাঁরা।

আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে উৎসব। মিশরকে হারানো পর।

পরস্পরের দিকে জলও ছোটান। মেসি পুরোটাই রিল্যাক্সড মুডে দেখেছেন। আর্জন্টিনার ফুটবল ফেডারেশন পরে লিখেছে, তোমাদের নাছোড় মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ। এই জার্সিকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ।

আর্জেন্টিনা অপরাজেয় নয়, দাবি সুইস কোচের

ভ্যাঙ্কুভার, ৮ জুলাই : কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে সুইস শিবির। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলবে সুইজারল্যান্ড। যদিও ধারে-ভারে অনেক এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষকে ভয় পাচ্ছেন না সুইস কোচ মুরাত ইয়াকিন। তিনি বলছেন, ৭২ বছর পর আমরা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলব। তার উপরে বিপক্ষে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। উত্তেজনায় ফুটছি। আর্জেন্টিনা দুর্দান্ত টিম। কিন্তু অপরাজেয় নয়। আমরা ওদের হারানোর জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করব।

সুইজারল্যান্ডের অভিজ্ঞ ফুটবলার রিকার্দো রডরিগেজ আবার লিওনেল মেসিদের বাড়তি সমীহ করছেন। চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলতে আসা রিকার্দো বলছেন, আর্জেন্টিনা অসাধারণ দল। ওদের দলে লিওনেল মেসি রয়েছে। যে কি না, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার। এছাড়া বাকিরাও বিশ্বমানের ফুটবলার। অসাধারণ একজন কোচ রয়েছেন। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়েই লড়াই করব। আর্জেন্টিনার খেলার ধরন আমাদের অজানা নয়।

মাঠে ময়দানে

9 July, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ